Bangladesh Environmental Technology Verification-Support to Arsenic Mitigation (BETV-SAM)
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০০৯)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : চুয়াডাঙ্গা (দামুড়হুদা), মাদারীপুর (রাজোইর), বি-বাড়িয়া (সরাইল ও বাঞ্ছারামপুর), কুমিল্লা (মুরাদনগর, লাকসাম ও হোমনা), সুনামগঞ্জ (দোয়ারাবাজার), পাবনা (সুজানগর ও বেড়া), মেহেরপুর (গাংনী) ও নড়াইল (কালিয়া) এবং ঢাকা (নওয়াবগঞ্জ ও দোহার), মানিকগঞ্জ (সদর), যশোর (ঝিকরগাছা), চাপাইনবাবগঞ্জ (সদর) ও সিলেট (বালাগঞ্জ)

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ডিসে,২০০৯ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬৮০০.০০	-	৬১৫৮.৭৬	এপ্রিল,২০০৫ হতে জুন,২০০৯ (৫০ মাস)	এপ্রিল,২০০৫ হতে ডিসেম্বর,২০০৯ (৫৬ মাস)	এপ্রিল,২০০৫ হতে ডিসেম্বর,০৯ (৫৬ মাস)	-	৬ মাস (১২%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০০৯ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	বৈদেশিক পরামর্শক (৮ জন)	জনমাস	১৮০৩.৫০	২২৫	১৮০৩.৫০ (১০০%)	২২৫ (১০০%)
২.	স্থানীয় পরামর্শক (৯ জন)	জনমাস	২০৯.১০	৪৫৯	১৯৪.১৩ (৯২.৮৪%)	৪২৮ (৯৩.২৫%)
৩.	**অন্যান্য জনবল (২০ জন)**	জনমাস	৮০.০০	৪০০	৮০.০০ (১০০%)	৪০০ (১০০%)
৪.	**সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি**					
(ক)	ফিল্ড টেষ্ট কিট/সরঞ্জামাদি (OCETA)	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	৯৫.০০	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	৯৫.০০ (১০০%)	প্রয়োজনীয় সংখ্যক
(খ)	ফিল্ড টেষ্ট কিট/সরঞ্জামাদি (UNICEF)	সংখ্যা	৮০.০০	২২০	৮০.০০ (১০০%)	২২০ (১০০%)
(গ)	কম্পিউটার (কালার প্রিন্টারসহ)	সংখ্যা	৪.০০	৩	২.০০ (৫০%)	৩ (১০০%)
(ঘ)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১৫.০০	৩	৩.৫০ (২৩.৩৩%)	৩ (১০০%)
(ঙ)	ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ মাল্টিমিডিয়া	সেট	৭.০০	১	৫.০০	১

ক্রমিক নং	অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০০৯ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	প্রজেক্টর				(৭১.৪৫%)	(১০০%)
৫.	**ট্রেনিং**					
(ক)	যাচাই ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা	থোক	৩৭.৫৪	থোক	৩৭.৫৪ (১০০%)	থোক
(খ)	ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা	থোক	৪৫.৩২	থোক	৪৫.৩২ (১০০%)	থোক
(গ)	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	বেইজ	৬৫.০০	৭০	৬৫.০০ (১০০%)	৭০ (১০০%)
৬.	**অন্যান্য ব্যয়**					
(ক)	প্রযুক্তি স্ক্রিনিং, টেস্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন	থোক	৮৩৪.৫০	থোক	৭৩২.৮১ (৮৭.৮১%)	থোক
(খ)	প্রযুক্তি কর্মক্ষমতা মনিটরিং	থোক	১৪৯৫.১৮	থোক	১১১৮.৫৮ (৭৪.৮১%)	থোক
(গ)	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	থোক	৪০০.১৬	থোক	৩৭৫.৯৪ (৯৩.৯৫%)	থোক
(ঘ)	টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন	থোক	৫.৯০	থোক	৫.৯০ (১০০%)	থোক
(ঙ)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	থোক	২৯০.০০	থোক	২২২.২৮ (৭৬.৬৫%)	থোক
(চ)	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ	সংখ্যা	২৫.০০	২০০	২৫.০০ (১০০%)	২০০ (১০০%)
(ছ)	প্রযুক্তি ব্যবহার	থোক	৬৯২.৫০	থোক	৬৯২.৫০ (১০০%)	থোক
(জ)	প্রযুক্তি মনিটরিং	সংখ্যা	৫০.০০	২০	৫০.০০ (১০০%)	২০ (১০০%)
(ঝ)	নমুনার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ	সংখ্যা	১৫.০০	২০	১৫.০০ (১০০%)	২০ (১০০%)
(ঞ)	বেইজ লাইন এবং ফলোআপ সার্ভে	সংখ্যা	৭২.০০	৪	৭২.০০ (১০০%)	৪ (১০০%)
(ট)	মাঠ পর্যায়ে অফিস পরিচালনা	সংখ্যা	১২০.০০	২০.০০	১২০.০০ (১০০%)	২০ (১০০%)
(ঠ)	আনুষঙ্গিক	থোক	৩৭.৮০	থোক	৩৭.৫০ (৯৯.২১%)	থোক
(ড)	ইউনিসেফের ওভারহেড ব্যয়	থোক	২৭০.৫০	থোক	২৭০.৫০ (১০০%)	থোক
(ঢ)	সিডি ভ্যাট	থোক	৫০.০০	থোক	৯.৭৬ (১৯.৫২%)	থোক
	মোটঃ		৬৮০০.০০	**১০০%**	৬১৫৮.৭৬ (৯০.৫৭%)	**৯০.৫৭%**

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : অনুমোদিত টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৭.১.১। **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের আর্সেনিকযুক্ত পানি বর্তমানে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। দেশের বাজারে বর্তমানে পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব প্রযুক্তির মান এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে দেশের মানুষের সম্যক ধারনার অভাব রয়েছে। তাই বিসিএসআইআর কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (CIDA) এর সহায়তায় ইতোমধ্যে ৪টি আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তির মান নির্ধারিত সাময়িক ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এসব প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিসিএসআইআর-এর নিকট ১৫টি আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তির মান নির্ধারণ ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষায় আছে। এগুলো থেকে ৭-১০টি প্রযুক্তির মান নির্ধারণের জন্য CIDA এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিবেচ্য টিএ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৭.১.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো- জনগণের দোরগোড়ায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণ। এ উদ্দেশ্য সাধনে প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ
(ক) সনদপ্রাপ্ত ও কমিউনিটি টেকসই আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তি সরবরাহকরণ; (খ) আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ; (গ) সাময়িক সনদপ্রাপ্ত প্রযুক্তি পরিক্ষণ; (ঘ) বিসিএসআইআর-এর নয়ারহাট, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ল্যাবরেটরীর দক্ষতা বৃদ্ধি; (ঙ) ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থাপনার উপর ল্যাবরেটরীর জনবলের প্রশিক্ষণ; এবং (চ) দেশের আর্সেনিক মিটিগেশন নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ।

৭.২। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর গত ২৬/০৫/২০০৫ তারিখে 'এসপিইসি' সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'এসপিইসি' সভার সুপারিশের ভিত্তিতে গত ১৭/১০/২০০৫ তারিখে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৮/০২/২০০৬ তারিখে টিপিপি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত টিপিপি'র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৭.৮০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬৭৪২.২০ লক্ষ টাকা) এবং মেয়াদকাল এপ্রিল, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর, ২০০৯ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৭.৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ০১/০৭/২০১১ তারিখে কুমিল্লা জেলায় আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সম্পাদিত কতিপয় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৭.৩.১। **কুমিলস্না জেলাঃ** কুমিল্লা জেলার অধীন মুরাদনগর উপজেলার গৌরীপুর এবং হোমনা উপজেলার ঘাড়মোড়া ইউনিয়ন পরিষদের বাস্তবায়িত কয়েকটি কর্মসূচী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ঐ এলাকায় প্রকল্পের মাধ্যমে যে সমস্ত ফিল্টার সরবরাহ করা হয়েছে সে সমস্ত ফিল্টারসমূহ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ভালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিকাংশ ফিল্টার অকেজো হয়ে পড়েছে।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৬১৫৮.৭০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯০.৫৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৫৭%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ (টাকা)
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৫-২০০৬	৫০৫.০০	১.০০	৫০৪.০০	১.০০	৫০৫.০০	১.০০	৫০৪.০০	-
২০০৬-২০০৭	৭৭৪.০০	১.৫০	৭৭২.৫০	১.৫০	৭৭৪.০০	১.৫০	৭৭২.৫০	-
২০০৭-২০০৮	২৭৯৬.০০	৫২.০০	২৭৪৮.০০	৫২.০০	২৭৫৯.৭০	১১.৭৬	২৭৪৮.০০	৪০.২৪
২০০৮-২০০৯	১৭১৯.০০	২.০০	১৭১৭.০০	২.০০	১৭১৯.০০	২.০০	১৭১৭.০০	-
২০০৯-২০১০	১০১৩.৭০	১.৩০	১০০০.৭০	১.০০	৪০১.০০	১.০০	৪০০.০০	-
মোটঃ	**৬৮০৭.৭০**	**৫৭.৮০**	**৬৭৪২.২০**	**৫৭.৫০**	**৬১৫৮.৭০**	**১৭.২৬**	**৬১৪১.৫০**	**৪০.২৪**

বর্ণিত সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৭.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দ প্রদান ও ৫৭.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। এখাতে ব্যয় হয়েছে ১৭.২৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জিওবি ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৪০.২৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে, উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**
প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত মেয়াদে জনাব এস.এম. এহতেশামুল হক প্রেষণে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** সিডার অর্থায়নে ইউনিসেফ কর্তৃক চার ধরনের ফিল্টার (Sono, Alkan, Read-F, Sidko) ক্রয় করা হয়েছে এবং এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো- জনগণের দোরগোড়ায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণ। এ উদ্দেশ্য সাধনে প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ (ক) সনদপ্রাপ্ত ও কমিউনিটি টেকসই আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তি সরবরাহকরণ; (খ) আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ; (গ) সাময়িক সনদপ্রাপ্ত প্রযুক্তি পরিক্ষণ; (ঘ) বিসিএসআইআর-এর নয়ারহাট, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ল্যাবরেটরীর দক্ষতা বৃদ্ধি; (ঙ) ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থাপনার উপর ল্যাবরেটরীর জনবলের প্রশিক্ষণ; এবং (চ) দেশের আর্সেনিক মিটিগেশন নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ।	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ফিল্ড টেষ্ট কিট/সরঞ্জামাদি সরবরাহ, ল্যাবরেটরী প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জনবলের প্রশিক্ষণ, যাচাই-বাছাই ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্ক্রিনিং, টেস্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন, প্রযুক্তির ব্যবহার ও কর্মক্ষমতা মনিটরিং, টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, নমুনার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, বেইজ লাইন সার্ভে এবং আর্সেনিক মিটিগেশন নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১। প্রকল্পের ভবিষ্যত প্রভাব এবং লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়টি অনুধাবন না করেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করায় প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। এছাড়া সরবরাহকৃত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৩। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সুবিধাভোগীদের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৪। নিয়মিত আর্সেনিক পরীক্ষা করার কোন উদ্যোগ আছে বলে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে জানা যায়নি।

১২.৫। **ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানঃ** বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৭.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৫৭.৫০ লক্ষ টাকা। এখাতে ব্যয় হয়েছে ১৭.২৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জিওবি ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৪০.২৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে, উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্পের ভবিষ্যত প্রভাব এবং লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্য ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত টেকনিক্যাল ডকুমেন্টসসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যথাযথভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

১৩.২। প্রকল্প সমাপ্তির পর সুবিধাভোগী জনগণ যাতে সরবরাহকৃত মালামাল (বিভিন্ন ধরনের পানির ফিল্টার) সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে সে জন্য তাঁদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণসহ সরবরাহকৃত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৩। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সাথে সুবিধাভোগীদের সমন্বয় থাকা বাঞ্চনীয়।

১৩.৪। নিয়মিত আর্সেনিক পরীক্ষাপূর্বক জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩.৫। পিসিআর-এ ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকৃত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

১৩.৬। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ (৪০.২৪ লক্ষ টাকা) যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ নিশ্চিত করতে পারে।

মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
(সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

০১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ বাগেরহাট জেলার মংলা পৌরসভা

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭১৪.৬৩ সম্পূর্ণ জিওবি)	১৭১৪.৬৩ সম্পূর্ণ জিওবি)	১৪৭২.০২৮ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৬	-	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।	৪ বছর (২০০%)

০৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ** প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। গত ১২/১০/২০১০ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়, যার একটি অনুলিপি আইএমইডিতে পাওয়া যায়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে গত ১৮/০৪/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর ও মন্তব্যসহ প্রেরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং PCR হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে প্রদর্শন করা হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
ক.	**রাজস্ব অঙ্গসমূহ**				
১।	জনবল	৮.২৫	৩জন	৪.৮৯৭ (৫৯.৩৬%)	৩জন (১০০%)
২।	পরামর্শক ও পরামর্শ সেবা	৬১.১২	১২জন ও থোক	৬০.৪২৫ (৯৮.৮৬%)	১২জন (১০০%)ও থোক
৩।	প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন	১.০০	থোক	-	-
৪।	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১.০০	থোক	-	-
৫।	অফিস উপরকরণ ও অন্যান্য	১.০০	থোক	০.২৫০ (২৫%)	থোক
৬।	আনুষঙ্গিক	২৫.০০	থোক	২৩.৬৮১ (৯৪.৭২%)	থোক
৭।	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	১২.৩৩	থোক	৫.১০০(৪১.৩৬%)	থোক
	উপ-মোট ঃ রাজস্ব	**১০৯.৭০**		**৯৪.৩৫৩ (৮৬.০১%)**	
খ.	**মূলধন অঙ্গসমূহ**				
৮।	ভূমি অধিগ্রহণ	২৭৫.০০	৩৪ হেক্টর	২৭৪.০০০ (৯৯.৬৪%)	৩৪ হেক্টর (১০০%)
৯।	ভূমি উন্নয়ন	১২.০০	থোক	১২.০০০ (১০০%)	থোক
১০।	নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ	১২৯১.৪৩	থোক	১০৮৫.৬৭৫ (৮৪.০৭%)	থোক
১১।	যানবাহন ক্রয়				
১১.১।	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১৮.০০	১টি	-	১টি (১০০%)
১১.২।	মোটর সাইকেল	২.০০	২টি	২.০০০ (১০০%)	২টি (১০০%)
১২।	অফিস সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি				
১২.১।	ফ্যাক্স (টেলিফোন সহ)	০.৩০	১টি	০.৩০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
১২.২।	ফটোকপিয়ার	১.৭০	১টি	১.৭০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
১২.৩।	কম্পিউটার	১.০০	১টি	১.০০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
১২.৪।	টুলস ও অন্যান্য উপকরণাদি	১.০০	থোক	-	থোক
১২.৫।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টুলস ও ফিল্ড কীট	১.৫০	থোক	-	থোক
১৩।	আসবাবপত্র	১.০০	থোক	১.০০০ (১০০%)	থোক
	উপ-মোট ঃ মূলধন	**১৬০৪.৯৩**	-	**১৩৭৭.৬৭৫ (৮৫.৮৪%)**	-
	সর্বমোট ঃ	**১৭১৪.৬৩**	**৯৭.৯৭%**	**১৪৭২.৮২৮ (৮৫.৮৫%)**	**৮৯.৮৫%**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ১০.১৫% বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়নি/অসমাপ্ত রয়েছে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন (আংশিক), রিজার্ভারের পাড় বাঁধাই (লাইনিং), ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ২৪ মিটার বিতরণ পাইপ লাইন ক্রয়, পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সরবরাহ লাইন স্থাপন, পানির মিটার স্থাপন, ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুকরণ, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি শোধনাগার ও এলাকার জনগণের ব্যবহারের জন্য টুলস্, ফিল্ড কীট ও অন্যান্য উপকরণাদি ক্রয় ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্পের ৪টি প্রধান অঙ্গ, যথা-(১) ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন, (২) পানি শোধনাগার নির্মাণ, (৩) ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও (৪) বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন কার্যক্রম- এসব কাজে আর্থিক ব্যয় (উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়) বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকল্প এলাকায় মাটির নিচে সুন্দরবনের বড় বড় গাছের গুড়ি থাকায় মাটি খননের সময় ড্রেজিং মেশিন ভেঙ্গে গেলে অধিকতর শক্তিশালী মেশিন সংগ্রহে অধিক সময় প্রয়োজন হওয়ায় এবং ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। এজন্য প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইত্যবসরে পানি শোধনাগার ও ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অসম্মত হওয়ায় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। একারণে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকে।

০৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমি ঃ মংলা শহর এলাকার মধ্যে এবং অশেপাশের সকল ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি লবণাক্ত এবং এটাই মংলা এলাকার সুপেয় পানি প্রাপ্তির প্রধান সমস্যা। মংলা পৌরসভা এলাকায় ১৯৮৯ সালে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়। প্রতি বছর আগস্ট হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত কম লবণাক্ত সময়ে মংলা নদী হতে অপরিশোধিত মিঠা পানি ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারে পাম্প করে ভূ-পৃষ্ঠস্থ শোধনাগারে নেয়া হয় এবং শোধনের পর পানি উচ্চ জলাধারে তুলে পৌর এলাকায় সরবরাহ করা হয়। এ শোধনাগারের পানি শোধন ক্ষমতা ছিল ৩৩,০০০ গ্যালন। কিন্তু মংলা পৌরসভা এলাকায় পানির চাহিদা প্রতিদিন ৯.৯৫ লক্ষ গ্যালন, যা চাহিদার তুলনায় কম। এ প্রেক্ষিতে সমগ্র মংলা অঞ্চলে পানি সরবাহের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এ সমীক্ষায় বিদ্যমান বর্ণিত শোধনাগারটিকে পানি সরবরাহের উপযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। এ সমীক্ষায় বিদ্যমান শোধনাগারের পরিবর্তে মংলা নদীর দু'পারে ২টি নতুন শোধনাগার নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধন করে পৌর এলাকায় এবং শোধনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ও উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে আহরিত পানি বন্দর ও তৎসংলগ্ন রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য এলাকায় সরবরাহের সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশকে ভিত্তি করে মংলা পৌরসভা এলাকায় মংলা নদী হতে সংগ্রহকৃত পানি শোধন করে উচ্চ জলাধারের মাধ্যমে মংলা পৌরসভা এলাকায় সরবরাহের জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

(ক) প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট নিরাপদ পানি প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ;
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস-করণ;
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন;
(ঘ) ধারণক্ষম পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা ঃ প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৯/০১/২০০৫ তারিখে ১৭১৪.৬৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি একবার সংশোধন এবং জুন, ২০০৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ পুনরায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।

৭.৩.১। প্রকল্প সংশোধনের কারণ ঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদন এবং ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও অবমুক্তি অপ্রতুল ছিল। ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ভৌত বা নির্মাণ কাজ, যেমন-ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার নির্মাণ, উচ্চ জলাধার নির্মাণ, বিতরণ পাইপ লাইন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্থরতা সৃষ্টি হয়। এতে সমগ্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। সে জন্য ০১/২/০৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পুনরায় ১১/০৫/২০০৮ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিকল্পিত কাজ ও বাস্তবায়নকালীন পরিস্থিতির কারণে প্রকৃত কাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির উপক্রম হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। গত ০৪/০৬/০৮ তারিখে এ সংশোধিত ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এ ডিপিপিতে অনুমোদিত মেয়াদকাল জুন, ২০১০ পর্যন্ত রাখা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সময়ের শেষ অর্থবছরে গত ১০/০১/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং ডিপিপি ২য় বার সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদনের অনুরোধ জানানো হয়। ডিপিপি ২য় বার সংশোধনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, (১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে পানি শোধনাগার, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পানির লাইন এর জন্য সংগৃহীতব্য পাইপ ইত্যাদির ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং (২) প্রকল্প এলাকায় খনন/নির্মাণাধীন ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার (ভূ-উপরিস্থ বৃহদাকার জলাধার) এর স্থানে সুন্দরবনের বড় বড় গাছের গুড়ি থাকায় কার্যক্রম পরিচালনার সময় ড্রেজিং মেশিন ভেঙ্গে গেলে অধিকতর শক্তিশালী ড্রেজিং মেশিনের প্রয়োজন হওয়ায় তা সংগ্রহে বিলম্ব ঘটে। এ কারণে বাস্তবায়ন কাজ সঠিকভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব বিষয় বিবেচনা করে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির

(৩) **প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন এবং মনিটরিং-মূল্যায়ন ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন এবং মনিটরিং-মূল্যায়ন কাজের জন্য ১.০০ ও ১.০০ লক্ষ (মোট ২.০০ লক্ষ) টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি।

(৪) **ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩৪ হেক্টর ভূমি ক্রয়ের জন্য মোট ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এ ভূমি উন্নয়নের জন্য থোক হিসেবে ১২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (সংস্থানের ৯৯.৬৪%) ৩৪ হেক্টর (১০০%) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১২.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন (প্রায় ১০০%) সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

(৫) **ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন ও নির্মাণ ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১টি ইমপাউন্ডিং জলাধার (ভূ-উপরিস্থ বিশালাকার পুকুর) খনন, মাটির পাড় বাঁধাই, পুকুরের তলদেশে পলিথিন লেয়ার, ব্রিক লেয়ার স্থাপন ও লাইনিং, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি কাজের জন্য মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সে মোতাবেক জলাধার নির্মাণের জন্য গত ২০/৫/২০০৭ তারিখে ঠিকাদার মেসার্স আব্দুল খালেক কে ৩,৯৬,৮০,৯৫০/- টাকা ব্যয়ে কাজটি সম্পাদনের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজ সমাপ্তির জন্য ১২ মাস সময় ধার্য্য করা হয়। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২১৩.০৬১ লক্ষ টাকা (ব্যয়ে জলাধার নির্মাণ করা হয় (চুক্তি মূল্যের ৫৩.৬৯% এবং প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৩.২৭%)। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ কাজটি আংশিকভাবে সমাপ্ত হয়। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় একাজের প্রায় ৪০% বাকী রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি না হওয়ায় কাজটি প্রকৃতপক্ষে অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষিত হয়।

(৬) **অবকাঠামো নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১২৯১.৪৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (ইনটেক স্ট্রাকচার ও স্টেশন, পাম্প হাউজ, পানির লাইন (সংগ্রহ ও বিতরণ), পানি শোধনাগার, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অফিস স্পেস, জেনারেটর রুম, সাব-ষ্টেশন ইত্যাদি) নির্মাণ ও সরবরাহ কাজের জন্য মোট ১০৮৫.৬৭৫ (সংস্থানের ৮৪.০৭%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং এ ব্যয়ে এসব অঙ্গের প্রায় ৯৫% বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আংশিক বাস্তবায়িত/অসমাপ্ত কাজের মধ্যে রয়েছে এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ, এ্যাপ্রোচ রোড লাইটিং ও মংলা পৌরসভায় গৃহস্থালী পর্যায়ে পানির লাইন স্থাপনপূর্বক পানি সরবরাহ চালু করণ। প্রকল্পের আওতায় পানি শোধনাগার, ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকালীন অতিরিক্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের পাওনা রয়েছে বলে সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের এ অঙ্গের অঙ্গ-ভিত্তিক সংস্থান ও অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ		পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২		৩	৪	৫	৬
১।	ইন-টেক ষ্টেশনের জন্য পাম্প হাউজ		৪.০০	৪টি	৪.০০০	৪টি
২।	ইনটেক এর জন্য পাম্প ও পাইপ স্থাপন		৩০.০০	৪টি	৩০.০০০	৪টি
৩।	হাই লিফট পাম্প স্থাপন		৬.৪০	২টি	৬.৪০০	২টি
৪।	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৩.৬ মিলিয়ন লিটার/দিন)		৩৭৪.০০	১টি	৩৭৪.০০০	১টি (আংশিক)
৫।	ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার		৪০০.০০	১টি	২১৩.০৬১	১টি
৬।	ওভার-হেড ট্যাঙ্ক (১ লক্ষ গ্যালন)		১১৩.০০	১টি	১১০.১৭০	১টি
৭।	ক্লোরিন, ফিটকিরি ও শোধনাগারের উপকরণ		১.০০	থোক	০.০২৭	থোক
৮।	বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ		১০.০০	থোক	১.৭৫২	থোক
৯।	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)	৩০০ মিলি মিটার	৭৭.৫১	২.০৮ কিমি.	৮৯.৮৩৭	২.১৩৫ কি.মি.
		২৫০ মিলি মিটার	২০.৫৬	০.৭৭ কি.মি.	২২.৭৪৪	০.৭৮৫ কি.মি
		২০০ মিলি মিটার	৪৭.১২	৪.১০ কি.মি	৫৩.৬৭৫	৪.০৮৬ কি.মি
		১৫০ মিলি মিটার	৬৩.৮৫	৭.৪০ কি.মি	৬০.৫০০	৭.৩৯৯ কি.মি
		১০০ মিলি মিটার	৫৭.৯৩	৮.২৫ কি.মি	৩৯.৫৭৪	১০.৬৩০ কি.মি
১০।	বাল্ক ওয়াটার মিটার স্থাপন		৪.০০	১০টি	৩.৩১০	১০টি
১১।	গৃহ সংযোগ		১০.০০	২০০০টি	৮.৪০০	২০০০টি (আংশিক)
১২।	এ্যাপ্রোচ রোড লাইটিং		১.৫৬	১০টি	১.৫৬০	১০টি
১৩।	সুইচ গিয়ার এর জন্য জেনারেটর ও অন্যান্য		২০.০০	থোক	২০.০০০	থোক
১৪।	এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ (৫০০ বর্গমিটার)		২.০০	থোক	২.০০০	থোক
১৫।	অফিস/কার্যালয় নির্মাণ (৭০ বর্গমিটার)		৫.০০	১টি	৪.৯৫০	১টি
১৬।	ইনটেক পাম্পিং ষ্টেশনে স্থাপিতব্য ১১ কেভিএ বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সফর্মার, সুইচ গিয়ার, প্যানেল বোর্ড, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		১৩.৫০	থোক	৯.৭১৫	থোক
১৭।	ইনটেক হতে শোধনাগার পর্যন্ত সরবরাহ লাইন স্থাপন		৩০.০০	থোক	৩০.০০০	থোক
	মোট ঃ		১২৯১.৪৩	১০০%	১০৮৫.৬৭৫(৮৪.০৭%)	৯৫%

(৭) **যানবাহন সংস্থান ঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ২টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১৮.০০ লক্ষ ও ২.০০ লক্ষ টাকা সহযোগে মোট ২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭/০৬/২০০৫ তারিখে ২টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়। এ মোটর সাইকেল ২টি বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট রয়েছে এবং সচল রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের এ খাতে মোটর সাইকেল ক্রয় অংশে আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতি ১০০%। তবে প্রয়োজন ও উদ্যোগের যথার্যতা না থাকায় পিক-আপটি ক্রয় করা হয়নি।

(৮) **আসবাবপত্র** ঃ প্রকল্পের ডিপিপিতে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য থোক হিসেবে ১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ অর্থ ব্যয়ে (১০০%) পানি শোধনাগার ক্যাম্পাসের অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। প্রকল্পের এ অঙ্গের অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ আসবাবপত্রসমূহ পানি শোধনাগারের অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৯) **অফিস সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি** ঃ প্রকল্পের ডিপিপিতে ১টি ফ্যাক্স, ১টি ফটোকপিয়ার ও ১টি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ০.৩০, ১.৭০ ও ১.০০ লক্ষ টাকা এবং পানি শোধনাগার পরিচালনা ও পানি সরবরাহ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য থোক হিসেবে ২.০৫ লক্ষ টাকা সহযোগে মোট ৫.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩.০০ লক্ষ টাকা (সংস্থানের ৫৪.৫৫%) ব্যয়ে টেলিফোনসহ ১টি ফ্যাক্স (১৩/০৫/২০০৫ তারিখে), ১টি ফটোকপিয়ার (০৮/০৫/২০০৫ তারিখে) ও ১টি কম্পিউটার (০৮/০৫/২০০৫ তারিখে) ক্রয় করা হয়। তবে পানি শোধনাগার পরিচালনা ও পানি সরবরাহ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য কোন টুলস্, ফিল্ড কীট ও অন্যান্য উপকরণাদি ক্রয় করা হয়নি, ফলে ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের এ অঙ্গের অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, এ অফিস যন্ত্রপাতি সমূহ সচল রয়েছে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস, খুলনায় অফিসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭.৬। প্রকল্প পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিগত ২৫-০১-২০১১ তারিখে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের অবর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং মংলা পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলায় নির্মিত পানি শোধনাগার নির্মাণ/স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

৭.৬.১। প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার মংলা পৌরসভা এলাকার সন্নিকটে ৩৪ হেক্টর জমির উপরে ১টি বৃহদাকার পানি শোধনাগার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-ইমপাউন্ডিং জলাধার নির্মাণ/খনন এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, জলাধার খনন, জলাধারের বাঁধ নির্মাণ ও এ্যাপোচ রোডসহ লাইনিং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ, পানি শোধনাগারের অবকাঠামো নির্মাণ, ইনটেক ষ্ট্রাকচার ও স্টেশন নির্মাণ এবং ইনটেক পাম্পিং ষ্টেশনে ১১ কেভিএ বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সফর্মার, সুইচ গিয়ার, প্যানেল বোর্ড, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্থাপন, পানি সংগ্রহ পাইপ লাইন স্থাপন, শোধনাগার ইউনিট নির্মাণ, হাই লিফ্ট পাম্প হাউজ নির্মাণ ও পাম্প স্থাপন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ও কারিগরী যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংযোজন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কাজ, ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, সাব-ষ্টেশন নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম স্থাপন ও সংযোজন, শোধনাগার কম্পাউন্ডে অফিস নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও কাটা তারের বেড়া স্থাপন, শোধনাগার কম্পাউন্ডে সার্ফেস ওয়াটার ড্রেন নির্মাণ, বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সীমিত আকারে পোল স্থাপনসহ কম্পাউন্ড লাইটিং এবং পানি শোধনাগার হতে শোধিত পানি ওভারহেড ট্যাঙ্কে উত্তোলনপূর্বক মংলা পৌরসভা এলাকায় সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভে বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন এবং গৃহ সংযোগ, এজন্য পানির মিটার ও সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন ইত্যাদি।

৭.৬.২। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার এর মূল জলাশয় নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি। জলাশয়ের চারপাশ দিয়ে খননকৃত মাটির বাঁধ দেয়া হয়েছে। জলাধারের পর্যাপ্ত পানি (মিষ্টি পানি) মজুদ রয়েছে। জলাধারটি বিশালাকৃতির হওয়ায় জলাধারটিতে এ পর্যায়ে যে পরিমাণ পানি রয়েছে তা মংলা এলাকার পানির অনেকখানি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, এ জালাধারের উত্তর পার্শ্বে আরো একটি একই আকারের জলাধার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে পাশ্ববর্তী জমিতে পুনরায় আরেকটি রিজার্ভার নির্মাণ/খনন করা হবে। ফলে মংলা এলাকায় পানির সমস্যা অনেকাংশেই নিরসন হবে। পরিদর্শনকালে আরও দেখা যায় যে, মংলা নদী হতে ভূ-উপরিস্থ পানি সংগ্রহের জন্য নদীবক্ষে পাইপ স্থাপন, পাইপের মাধ্যমে পানি সংগ্রহের জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় একাজের প্রায় ৪০% বাকী রয়েছে। কাজটি প্রকৃতপক্ষে অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করা হয়েছে। পানি শোধনাগার কম্পাউন্ডে, মূল শোধনাগার নির্মাণ, ওভারহেড ট্যাঙ্ক (১ লক্ষ গ্যালন) নির্মাণ, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও হাই লিফট পাম্প স্থাপন, সাব-ষ্টেশন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি স্থাপন, অফিস, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ওয়াকওয়ে (সিসি) ও সংযোগ সড়ক (এইচবিবি) নির্মাণ এবং শোধনাগারের মূল স্থাপনাসমূহের পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৫০% অংশে) সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে কংক্রীট ও ফিনিশিং কাজ গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া সীমানা প্রাচীরটি শোধনাগারের পৌরসভা প্রান্তের সম্পূর্ণ সীমানা বরাবর নির্মিত হলে ভাল হতো, কিন্তু তা হয়নি, কিছু অংশে নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে কংক্রীটের পোল ও কাটা তারের বেড়া দিয়ে বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের ২টি অংশে গেট তৈরীর জন্য দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি, এ স্থানে গেট তৈরী না করে টিনের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পরিমাপে শোধনাগার ভবন, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পাম্প হাউজ, সাব-ষ্টেশন ইত্যাদি সঠিক পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পানি শোধনাগার হতে মংলা পৌরসভা এলাকায় সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (প্রায় ১ কিলোমিটার) সম্পন্ন এবং পরীক্ষামূলকভাবে পানি প্রবাহিত করণ সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৬.৩। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার এর পানি ধারণ ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা ৬,৭৬,৮০০ ঘণমিটার এর স্থলে ৪,৬০,২২৪ ঘণমিটার নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাস্তবে এর মূল জলাশয় অংশের কয়েকস্থানে মাটি দেখা যাচ্ছে, জলাশয়ের চারপাশ দিয়ে খননকৃত মাটির বাঁধ, বাঁধের উচ্চতা একেক স্থানে একেক রকম, এ বাঁধটি লেভেলিং ও লাইনিং করা হয়নি, বাঁধের চারপাশ দিয়ে কোন চলাচলের

ব্যবস্থা করা হয়নি এবং ধারণা করা হচ্ছে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে গভীরতা সমান নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি (যদিও তা সর্বত্র সমান হবার কথা)। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় এ কাজের প্রায় ৪০% বাকী রয়েছে। কাজটি প্রকৃতপক্ষে অসমাপ্ত-অবস্থায় সমাপ্ত করা হয়েছে। শোধনাগার কম্পাউন্ডে নির্মিত অফিস কক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত বাথরুম সমূহে অধিকাংশ ফিটিংস নড়বড়ে ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। বাথরুমের ফ্লোর ফিনিশিং, স্লোপিং, ভেন্টিলেশন ইত্যাদি নিম্নমানের। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী ও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, মাত্র ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করায় সম্পূর্ণ অফিস স্পেসে প্রত্যাশিত মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অফিস স্পেস ও সীমানা প্রাচীরের কয়েকস্থানে দেয়ালে লবণাক্ততা লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া পানি শোধনাগার কম্পাউন্ডে ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হলেও তা সমতল হয়নি। কোন স্থান উঁচু আবার কোন স্থান নিচু হয়ে রয়েছে। কম্পাউন্ডের ভিতরে একপ্রান্তে পৌরসভা শহরে যাবার পথের পাশে ডোবা লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকস্থানে কাটা তারের বেড়া চুরি হয়ে গেছে। ২/১ স্থানে ইম্পাউন্ডিং জলাধারের মাটির বাঁধ বৃষ্টি/বন্যায় ক্ষয়ে নিচু হয়ে গেছে। কম্পাউন্ডে স্থাপিত বৈদ্যুতিক পোল ও ফিটিংস্ মান সম্মত হয়নি এবং Workmenship সন্তোষজনক নয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ আসবাবপত্রসমূহ পানি শোধনাগারের অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে অফিসে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র সমূহ মানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়নি। কয়েকটি আসবাবপত্র প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। পানি শোধনাগার হতে মংলা পৌরসভা এলাকায় সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (প্রায় ১ কিলোমিটার) সম্পন্ন এবং পরীক্ষামূলকভাবে পানি প্রবাহিত করণ সম্পন্ন হলেও পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সংযোগ প্রদান কাজ সম্পন্ন হয়নি। এ ছাড়া পরিদর্শনকাল পর্যন্ত পানির লাইনে পরিশোধিত পানি প্রবাহ করা তথা গৃহস্থালীতে ব্যবহার আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থা ঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-	প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে।
(ক) প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট নিরাপদ পানি প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ;	প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পানি সরবরাহ চালু না হওয়ায় নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। তবে প্রকল্প মূল্যায়নকালে দেখা যায় যে, এ সুবিধা প্রবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
(খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস-করণ;	পানি সরবরাহ চালু না হওয়ায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। তবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা/ সুবিধা চালু হলেই এ উদ্দেশ্য অর্জনের পথ সুগম হবে।
(গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন;	পানি সরবরাহ চালু না হওয়ায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। তবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা/ সুবিধা চালু হলেই এ উদ্দেশ্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
(ঘ) ধারণক্ষম পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।	এ উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়কালে মংলা পৌরসভা এলাকায় বিদ্যমান জনবলের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পানি শোধনাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে মংলা পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। নিয়োগ সম্পন্ন হলে তাদের পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ ঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, আংশিক অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় তথা মংলা পৌরসভার উপকণ্ঠে ইমপাউন্ডিং জলাধার (পানি ধারণ ক্ষমতা ৬,৭৬,৮০০ ঘণমিটার এর স্থলে ৪,৬০,২২৪ ঘণমিটার), পানি শোধনাগার (২০০ ঘণমিটার, ১০০%), পানি সরবরাহের উচ্চ জলাধার (৫০০ ঘণমিটার, ১০০%), পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ/স্থাপন (২৫ কিলোমিটার, ১০০%) করা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সরবরাহ লাইন স্থাপন, পানির মিটার স্থাপন, ও পানি সরবরাহ চালু না হওয়ায় এলাকার জনগণ যথাসময়ে কাঙ্খিত সুবিধা পেতে বঞ্চিত হয়েছে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কালে দেখা যায় পানি শোধনাগার হতে সরবরাহ লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে পানি সরবরাহ/প্রবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এতে পানির লাইনে কোন সমস্যা নেই বলে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত প্রকৌশলী এবং মংলা পৌরসভার জনগণের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায়। তবে পানির প্রধান লাইন হতে গৃহসংযোগ লাইন স্থাপিত না হওয়ায় গৃহ পর্যায়ে পানি সরবরাহ চালু হয়নি। ফলে প্রকল্প হতে কাঙ্খিত সুবিধা প্রাপ্তি সম্ভব হয়নি। এতে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন বিঘ্নিত/ব্যাহত/বিলম্বিত হয়েছে।

১০। সমস্যা ঃ

১০.১। **সময় অতিক্রান্তি ঃ** প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে সময় প্রয়োজন হয়েছে ৬ বছর। এতে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ৪ বছর, যা মূল বাস্তবায়নকালের ২০০% বেশী। প্রকল্প প্রণয়নকালে কাজের পরিধি, প্রকল্প এলাকার বাস্তবতা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা, এডিপিতে বরাদ্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবেচনা করে কাজের অঙ্গ ও মেয়াদ নির্ধারণ করলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

১০.২। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত ও পাওনা অপরিশোধিত থাকা ঃ** প্রকল্পের ১০.১৫% বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন (আংশিক), রিজার্ভারের পাড় বাঁধাই (লাইনিং), ওয়াকওয়ে নির্মাণ, পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সরবরাহ লাইন

স্থাপন, পানির মিটার স্থাপন, ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুকরণ, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি শোধনাগার ও এলাকার জনগণের ব্যবহারের জন্য টুলস্, ফিল্ড কীট ও অন্যান্য উপকরণাদি ক্রয় ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্পের ৪টি প্রধান অঙ্গ, যথা-(১) ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন, (২) পানি শোধনাগার নির্মাণ, (৩) ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও (৪) বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন কার্যক্রম- এসব কাজে আর্থিক ব্যয় (উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়) বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। এজন্য প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইত্যবসরে পানি শোধনাগার ও ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ সম্পন্ন হলেও ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন ও গৃহস্থালী পর্যায়ে বিতরণ লাইন স্থাপন কার্যক্রম সর্বাংশে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অসম্মত হওয়ায় কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এত ঠিকাদারের কিছু বিলও বাকী রয়ে যায়, যা প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে পরিশোধ করা হয়নি বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান; তবে এর পরিমাণ কত তা জানা যায়নি।

১০.৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া ঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, আংশিক অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় তথা মংলা পৌরসভার উপকণ্ঠে পানি শোধনাগার (আংশিক), পানি সরবরাহের উচ্চ জলাধার, পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ/স্থাপন করা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সরবরাহ লাইন স্থাপন, পানির মিটার স্থাপন ও পানি সরবরাহ চালু না হওয়ায় এলাকার জনগণ যথাসময়ে কাঙ্খিত সুবিধা পেতে বঞ্চিত হয়েছে। এতে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন বিঘ্নিত/ব্যাহত/বিলম্বিত হয়েছে।

১০.৪। **প্রকল্পের নিরীক্ষা ঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ৬টি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর গত ২৫/০৭/২০০৭ এবং ৩০/০৯/২০১০ তারিখে যথাক্রমে ২০০৫-০৭ এবং ২০০৭-১০ সময়ে প্রকল্পের কাজ ও অর্থ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। তবে গত ১১/০৬/২০০৬ তারিখে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের এবং গত ২৫/০৫/২০০৯ ও ২৬/০৫/২০০৯ তারিখে ২০০৫-০৮ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট পরিচালিত হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হলেও ২০০৫-০৮ অর্থবছরে কতিপয় নিয়ম প্রতিপালন না করা এবং ৫,৩৭,২৫২.০০ টাকা সরকারী নিয়ম লংঘন করে ব্যয়ের বিষয়ে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এসব আপত্তি ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে। তবে, এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়াও এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত প্রকল্পের ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। ফলে এ অর্থবছর সমূহে অর্থ ব্যয়ে নতুন কোন নিয়মনীতি লংঘনের ঘটনা ঘটেছে কিনা বা বাস্তবায়ন প্রচলিত নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

১১। সুপারিশ ঃ

১১.১। দুই বছর সময়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ৪বছর (২০০%)। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে কাজের পরিধি, প্রকল্প এলাকার বাস্তবতা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে কাজের অঙ্গ ও মেয়াদ নির্ধারণ করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

১১.২। প্রকল্পের ১০.১৫% বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা যথাযথ হয়নি। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ, যেমন- ইমপাউন্ডিং রিজার্ভার খনন (আংশিক), রিজার্ভারের পাড় বাঁধাই (লাইনিং), ওয়াকওয়ে নির্মাণ, পানির প্রধান লাইন হতে গৃহস্থালী পর্যায়ে সরবরাহ লাইন, পানির মিটার স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুকরণ কাজ সম্পন্ন করা এবং শোধনাগার পরিচালনা এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও সচল রাখার জন্য মংলা পৌরসভার অধীনে পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এছাড়া প্রকল্পের নির্মাণ কাজে কেন ও কি পরিমাণ অর্থ ঠিকাদারের পাওনা রয়েছে কতা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হওয়া অনাকাংখিত। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য চলমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন বিঘ্নিত/ব্যাহত/বিলম্বিত না হয় সেদিকে এখন থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানানো হলো। অন্যদিকে এ পরিস্থিতিতে প্রকল্প এলাকায় তথা মংলা পৌরসভার উপকণ্ঠে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এজন্য পানি শোধনাগারের অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করে, শোধনাগার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং পানি পরিশোধন উপকরণ সরবরাহসহ পানি শোধন ও সরবরাহ কার্যক্রমকে কার্যকরী করা আবশ্যক।

১১.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। এছাড়া প্রকল্পের সর্বশেষ ২টি অর্থবছরের বাস্তব কাজ ও অর্থ ব্যয়ের নিরীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় অবিলম্বে তা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন প্রকল্পঃ সমগ্র উপকূলীয় এলাকা-২য় পর্যায় (বিশেষ সংশোধিত) (সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, বরগুণা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮০০০.০০	১৮৯০০.০০	১৮৮০৬.১৪	০১.০৭.২০০১ হতে ৩০.০৬.২০০৬ (৫ বছর)	০১.০৭.২০০১ হতে ৩০.০৬.২০১০ (৯ বছর)	০১.০৭.২০০১ হতে ৩০.০৬.২০১০ (৯ বছর)	৮০৬.১৪ (৪.৪৮%)	৪ বছর (৮০%)

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	পূর্ত কাজঃ					
১।	উপজেলা সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (FRB)	কিঃমিঃ	৬৮.৩৫	১৫২১.৩০	৬৮.৩৫ (১০০%)	১৫২১.৩০ (১০০%)
২।	ইউনিয়ন সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (RR)	কিঃমিঃ	৪৮১.৫০	৭৯৬৫.৩৭	৪৮১.৫০ (১০০%)	৭৯৬৫.৩৭ (১০০%)
৩।	উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (FRB)	মিটার	২১৫.০০	৮৬৪.১০	২১৫ (১০০%)	৮৬৪.১০ (১০০%)
৪।	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (RR)	মিটার	৬৪৯.৬৫	৭১৩.০৫	৬৪৯.৬৫ (১০০%)	৭১৩.০৫ (১০০%)
৫।	ইউনিয়ন সড়কে লোহার ব্রীজ নির্মাণ (RR)	মিটার	৭৩৬.৫০	৪৩৪.৫০	৭৩৬.৫০ (১০০%)	৪৩৪.৫০ (১০০%)
৬।	জেটি/ল্যান্ডিং রম্প/ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	১৭	৩৭৮.২০	১৭ (১০০%)	৩৭৮.২০ (১০০%)
৭।	ষ্ট্যাক ইয়ার্ড/ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ	সংখ্যা	১	৯৮.৬০	১ (১০০%)	৯৮.৬০ (১০০%)
৮।	ইউটিডিসি কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৬২	২১১৫.০৫	৬২ (১০০%)	২১১৫.০৫ (১০০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯।	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	৭৫৩.৬০	১৪ (৭৭.৭৮)	৭৫৩.৬০ (১০০%)
১০।	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	২৪	৮৮৬.৯০	২২ (৯১.৬৭%)	৮৮৬.৯০ (১০০%)
১১।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৬২	৬৬৪.৭৫	১৫১ (৯৩.২১%)	৬৬৪.৭৫ (৯৯.২৫%)
১২।	গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	৫৫	৮৭৮.৩৫	৫৫ (১০০%)	৮৭৮.৩৫ (১০০%)
১৩।	জমি অধিগ্রহণ	হেঃ	১.০০	১০০.০০	০.১৫৫ (১৫.৫০%)	৩৭.০৮ (৩৭.০৮%)
১৪।	**২০০৭ সালের বন্যায় বরিশাল জেলার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত, পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ**					
ক)	উপজেলা সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (পাকা)	কিঃমিঃ	২৬.৭২	২৯৭.১৮	২৬.৭২ (১০০%)	২৯৭.১৮ (১০০%)
খ)	উপজেলা সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (কাঁচা)	কিঃমিঃ	৬.১০	১৫.০৬	৬.১০ (১০০%)	১৫.০৬ (১০০%)
গ)	ইউনিয়ন সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (পাকা)	কিঃমিঃ	৬২.৫৫	৩৯২.৪৪	৬২.৫৫ (১০০%)	৩৯২.৪৪ (১০০%)
ঘ)	ইউনিয়ন সড়ক পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (কাঁচা)	কিঃমিঃ	৩২.৮৩	১৩৪.৭৭	৩২.৮৩ (১০০%)	১৩৪.৭৭ (১০০%)
ঙ)	উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন	মিটার	১০.২০	৭.৫০	১০.২০ (১০০%)	৭.৫০ (১০০%)
চ)	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন	মিটার	১০.০০	১৬.৫২	১০.০০ (১০০%)	১৬.৫২ (১০০%)
ছ)	পল্লী সড়কে আয়রণ ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন	মিটার	৫৬.১০	৩.৮১	৫৬.১০ (১০০%)	৩.৮১ (১০০%)
জ)	গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ বাজার পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৩	১৬.৬২	৩ (১০০%)	১৬.৬২ (১০০%)
১৫।	**যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার ও যানবাহন**					
ক)	যানবাহন	সংখ্যা	১	৩০.৯০	১ (১০০%)	৩০.৯০ (১০০%)
খ)	পারসোনাল কম্পিউটার (প্রিন্টার ও আনুষংগিক যন্ত্রপাতিসহ	সংখ্যা	৩৪	২৫.৩৬	৩৪ (১০০%)	২৫.৩৬ (১০০%)
গ)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	২.৫০	-	-
ঘ)	ফ্যাক্স	সংখ্যা	১	০.৫০	-	-
ঙ)	ফার্নিচার	থোক	-	১.৫০	থোক	১.৫০ (১০০%)
১৬।	জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	জন	৩৩	৩৩১.৭৪	৩৩ (১০০%)	৩১২.৪৪ (৯৪.১৮%)
১৭।	অফিস ব্যয়	থোক	-	২৪৯.৮৩	থোক	২৪৬.৫১ (৯৮.৬৭%)
	সর্বমোটঃ		১০০%	১৮৯০০.০০	৯৯.৮৭%	১৮৮০৬.১৪ (৯৯.৫১%)

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

৬. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের অধীনে ৪টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ২টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন পুনঃনির্মাণ, ১১টি সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ০.৮৪৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উল্লিখিত খাতগুলোতে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য এ সমস্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৭. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় এলাকার গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মোট ১৬৮০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা এবং OPEC Fund ৯৪২৬.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত ''ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন প্রকল্পঃ সমগ্র উপকূলীয় এলাকা (২য় পর্যায়) সংশোধিত'' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৯৯৪ সালে শুরু হয়ে ২০০১ সালে সমাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার কারণে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের সম্পূর্ণ পুনর্বাসন কাজ ঐ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট অংশ সমাপ্তকরণ ও প্রকল্প এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগস্ত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ (ক) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত স্কীমসমূহের অবশিষ্ঠাংশ শেষ করা ও প্রকল্প এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সংযোগ সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদ, থানা অফিস/রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও সাইক্লোন শেল্টার মেরামতের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন তরান্বিত করা; (খ) গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কেনাবেচার মান বৃদ্ধি করা এবং (গ) প্রকল্পের নির্মাণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের এবং রাস্তা ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধিসহ দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** মূল প্রকল্পটির পিসিপি ১৮০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৫০০.০০) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১২.০৬.২০০১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২৯.০৮.২০০১ তারিখে 'ডিপিইসি' কর্তৃক পিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক ০৩.১০.২০০১ তারিখে পিপি অনুমোদিত হয় যার মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৫-২০০৬ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন করা হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত।

১ম সংশোধনঃ দাতা সংস্থা OPEC প্রকল্পটির অর্থায়নে অপারগতা প্রকাশ করায় বিবেচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়ন ব্যবস্থা (Mode of Financing) পরিবর্তন করে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮০০০.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জাপান সরকারের DRGA-CF এর মাধ্যমে ১৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রকল্পের ১ম সংশোধিত পিপি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০২.০৬.২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয় যার মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত।

বিশেষ সংশোধনঃ ২০০৭ সালের বন্যা পুনর্বাসন কাজ অন্তর্ভুক্ত করে (৯০০.০০ লক্ষ টাকা) 'বিশেষ সংশোধিত' ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক গত ০৭.১২.২০০৮ তারিখে মোট ১৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৪০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২ বছর সময় বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত।

২য় সংশোধন : প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার জন্য প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঠিক রেখে প্রকল্পের সংস্থানকৃত অর্থ আন্তঃখাত সমন্বয়পূর্বক 'ডিপিইসি' সভার সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২য় সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১০ ও ১৪/১১/২০১০ তারিখে কক্সবাজার, ০৮/১২/২০১০ তারিখে নোয়াখালী এবং ০৯/১২/২০১০ তারিখে লক্ষীপুর জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১ **পরিদর্শন অংশঃ**

কক্সবাজার জেলাঃ এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ১টি সড়ক, ১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স পুনর্বাসন,

১টি ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক, ইউপি কমপ্লেক্স পুনর্বাসন এবং ইউটিডিসি-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১) (২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। ক) রাজা পালং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন পুনর্বাসন	ক) ৫২.৪৫ খ) ৪১.৭২ গ) ৪১.৭১ ঘ) ১০০%	ক) ২০-০৩-২০০৬ খ) ৩০-০৬-২০০৯ গ) এম/এস চৌধুরী ট্রেডার্স	এ ইউপি কমপ্লেক্সে একটি মূল ভবন (তিন রুম বিশিষ্ট) এবং একটি সম্প্রসারিত ভবন (৭টি রুম) নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ভবনটির নির্মাণ কাজ জুন,২০০৯ এ সমাপ্ত এবং কক্ষগুলো বিভিন্ন সরকারী অফিসের নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়- বরাদ্দকৃত কক্ষগুলোতে কোন অফিসের লোকই এখানে অফিস করেন না। ভবনটির চারপাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মূল ভবনটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
২। ক) উখিয়া ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	ক) ৫৩.১৯ খ) ৫১.৩৩ গ) ৫০.৮৩ ঘ) ১০০%	ক) ২৩-০৮-২০০৭ খ) ৩০-০৩-২০০৮ গ) এম/এস আমানত কন্সট্রাকশন	এ ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ ৩০-০৩-২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে কমপ্লেক্সটির হলরুমে শব্দের প্রতিধ্বনি নিরোধক ব্যবস্থা বিবেচনায় আনা হয়নি।
৩। রতনা পালং ইউপি অফিস-কোটবাজার-ভালুকাবাজার সড়ক (কালভার্টসহ উন্নয়ন) খ) ১১৪০ মিঃ সড়ক এবং ২ মিটার কালভার্ট	ক) ২৯.৩৭ খ) ২৯.৩৩ গ) ২৮.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ১৬-০৬-২০০৫ খ) ২৩-০৮-২০০৫ গ) এম/এস আফিফা কন্সট্রাকশন	ইহা একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক বলে মনে হয়েছে।

৯.২ **<u>লক্ষীপুর জেলা :</u>** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ২টি ইউটিডিসি কমপ্লেক্স, ১টি বাজার এবং ১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত ইউটিডিসি ও ইউপি কমপ্লেক্স ভবন এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ	ক) ১০.৬৩ খ) ৮.০৯ গ) ৭.৯০	ক) ২৮/০১/২০০৯ খ) ০৪/০৬/২০০৯	সদর উপজেলার ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবনে ১০টি বিভাগীয় দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কক্ষে সংকুলান না হওয়ায় কমপ্লেক্স ভবনের ৩য় তলায়

	ঘ) ১০০%		৪টি কক্ষ উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উক্ত ৪টি কক্ষের মধ্যে ২টি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি কক্ষ আপাততঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করছেন। পরীক্ষার কার্যক্রম শেষে কক্ষ ২টি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। কমপ্লেক্সটির সম্প্রসারিত অংশের কাজের মান সমেত্মাষজনক মনে হয়েছে।
২। ক) দালাল বাজার গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	ক) ১৬.৪২ খ) ১৬.৪২ গ) ১৬.৩৯ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/০১/২০০৪ খ) ০৬/০৪/২০০৪	সদর উপজেলাধীন দালাল বাজার গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২২৭ মিঃ অভ্যন্তরীন সড়ক ও ৪০০ মিঃ ড্রেইন নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের কাজ সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।
৩। ক) রামগঞ্জ ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবন মেরামত	ক) ২১.১৬ খ) ১৭.১৩ গ) ১৬.৭৭ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/০৬/২০০৮ খ) ৩০/১০/২০০৮	রামগঞ্জ উপজেলার মধ্যে ১টি গেজেটেড কোয়ার্টার, ২টি নন-গেজেটেড কোয়ার্টার, ১টি ইউটিডিসি কমপ্লেক্স ভবন, কৃষি অফিস ও ১টি ডরমেটরী ভবন, উপজেলা চেয়ারম্যান ভবন অবস্থিত। এ ভবনগুলো মূলতঃ ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণের পর থেকে উক্ত ভবনগুলি কোন বড় ধরণের মেরামত করা হয়নি এবং পরবর্তীতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭টি ভবন পুনর্বাসন করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। ভবনগুলোর মেরামত কাজ করায় এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। ক) রামগঞ্জ বাজার শেড নির্মাণ	ক) ১৫.২৫ খ) ১৫.২৫ গ) ১০.০০ ঘ) ১০০%	ক) ১৯-০৫-২০০২ খ) ১০-০৫-২০০২	রামগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ বাজারে শেড নির্মাণের আনুষংগিক সকল আইটেমসহ ষ্টীল ট্রাসের উপর সিআই সিটের ছাউনি করা হয়েছে। এ বাজারটিতে ইতোপূর্বে ৪টি শেড নির্মিত হলেও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য জায়গার সংকুলান না হওয়ায় এ প্রকল্প থেকে ১টি শেড নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটি ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করছেন। শেডটির কাজের মান সমেত্মাষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।

৯.২ **নোয়াখালী জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ২টি ইউটিডিসি কমপ্লেক্স এবং ১টি সড়ক পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত ইউটিডিসি এবং সড়ক-এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য		**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। ক) কোম্পানীগঞ্জ		ক) ৪১.২৩	**ক) ১৯-০১-২০০৬**	ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ ২১-০৫-২০০৮

ইউটিডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ	খ) ৪৪.৭৮ গ) ৪৩.২১ ঘ) ১০০%	**খ) ২১-০৫-২০০৬**	তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
২। ক) চর জুবলী বাজার সড়ক উন্নয়ন। খ) ৩০০ মিঃ	ক) ৫.৯৭ খ) ৫.৮২ গ) ৪.১৭ ঘ) ১০০%	**ক) ১৭-০৪-২০০৬** **খ) ১৯-০৬-২০০৬**	সুবর্ণচর উপজেলার চর জুবলী সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক মনে হয়েছে।
৩। ক) হাতিয়া ইউটিডিসি কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য কার্যক্রম মেরামত/সংস্কার	ক) ৩২.১২ খ) ৩১.৯৫ গ) ৩১.২৩ ঘ) ১০০%	**ক) ২৯-১০-২০০৭** **খ) ০৩-০৩-২০০৮**	এ প্যাকেজটির আওতায় উপজেলা পরিষদ অফিস ভবনসহ ১টি গেজেটেড কোয়ার্টার, ৪টি নন গেজেটেড কোয়ার্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার্স কোয়ার্টার এবং অফিস ডরমেটরী ও নন গেজেটেড ষ্টাফ ডরমেটরীর সংস্কার করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহের সংস্কার করায় বর্তমানে তা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে।

১১। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৮৮০৬.১৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৫১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮৭%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০১-২০০২	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	-	-
২০০২-২০০৩	৩৯৬.১৮	৩৯৬.১৮	-	৩৯৬.১৮	৩৯৬.১৮	৩৯৬.১৮	-	-
২০০৩-২০০৪	৩৮৯.১৩	৩৮৯.১৩	-	৩৮৯.১৩	৩৮৯.১৩	৩৮৯.১৩	-	-
২০০৪-২০০৫	৭৬৪.৭৩	৭৬৪.৭৩া	-	৭৬৪.৭৩	৭৬৪.৭৩	৭৬৪.৭৩	-	-
২০০৫-২০০৬	১৯৮৬.৩৩	১৯৮৬.৩৩	-	১৯৮৬.৩৩	১৯৮৬.৩৩	১৯৮৬.৩৩	-	-
২০০৬-২০০৭	৫৯৮৯.০০	৫৯৮৯.০০	-	৫৯৮৯.০০	৫৯৮৯.০০	৫৯৮৯.০০	-	-
২০০৭-২০০৮	৩৭৪৮.৯৯	৩৭৪৮.৯৯	-	৩৭৪৮.৯৯	৩৭৪৮.৯৯	৩৭৪৮.৯৯	-	-
২০০৮-২০০৯	২৪৮৬.৭১	২৪৮৬.৭১	-	২৪৮৬.৭১	২৪৮৬.৭১	২৪৮৬.৭১	-	-
২০০৯-২০১০	২৯৩৮.৯৩	২৯৩৮.৯৩	-	২৯৩৯.০০	২৮৪৫.০৭	২৮৪৫.০৭	-	৯৩.৮৬
মোটঃ	**১৮৯০০.০০**	**১৮৯০০.০০**	**-**	**১৮৯০০.০৭**	**১৮৮০৬.১৪**	**১৮৮০৬.১৪**	**-**	**৯৩.৮৬**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায় বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ১৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ১৮৮০৬.১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৯৩.৯৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অবমুক্ত ২৯৩৯.০০ টাকার মধ্যে অব্যয়িত ৯৩.৯৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। **<u>উপকারভোগীদের মতামতঃ</u>**

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সংযোগ সড়ক-বি এবং গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংযোগ সড়ক-বি ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদ, থানা অফিস/রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও সাইক্লোন শেল্টার মেরামত, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ৫ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০০১	৩১/০৬/২০০৫
মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	৩১/০৬/২০০৫	২৪/০৭/২০০৫
নন্দ দুলাল সাহা, প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	২৪/০৭/২০০৫	১৫/০১/২০০৯
মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	১৫/০১/২০০৯	৩১/১২/২০০৯
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	৩১/১২/২০০৯	৩০/০৬/২০১০

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ** পিপিআর-২০০৩ কার্যকর হওয়ার পরের সময়কালের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের বাস্তবায়িত স্কীমসমূহের অবশিষ্ঠাংশ শেষ করা ও প্রকল্প এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সংযোগ সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদ, থানা অফিস/রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও সাইক্লোন শেল্টার মেরামতের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; (খ) গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কেনাবেচার মান বৃদ্ধি করা এবং (গ) প্রকল্পের নির্মাণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের এবং রাস্তা ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধিসহ দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ- ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সংযোগ সড়ক-বি এবং গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংযোগ সড়ক-বি ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদ, থানা অফিস/রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও সাইক্লোন শেল্টার মেরামত, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার ইত্যাদি উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা বেগবান করেছে। বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকটা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৬. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের অধীনে ৪টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ২টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন পুনঃনির্মাণ, ১১টি সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ০.৮৪৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে উদ্দেশ্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

১৭. **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১ **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run) :** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ১২-০৬-২০০১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ৫ বছর (২০০১-২০০২ হতে ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ৩ বার প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন,২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৯ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৪ বছর বেশী (৮০%)। ৫ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৮০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে বাস্তবায়ন ব্যয় একদিকে যেমন কম হতো তেমনি অন্যদিকে জনগণ অনেক আগে থেকেই এর সুফল ভোগ করতে পারত। জানা যায়, দাতা সংস্থা OPEC কর্তৃক Fund প্রত্যাহারের ফলে প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়েছে।

১৭.২ **কতিপয় অংগে সকল বাস্তব কাজ সম্পন্ন না করে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের অধীনে ১৮টি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ বাবদ ৭৫৩.৬০ লক্ষ টাকা, ২৪টি ইউনিয়ন পরিষদ পুনঃনির্মাণ বাবদ ৮৮৬.৯০ লক্ষ টাকা এবং ১৬২টি সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৬৬৪.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু বাস্তবে ৪টি ইউনিয়ন

পরিষদ ভবন নির্মাণ ও ২টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন পুনঃনির্মাণ করা হয়নি, অথচ উভয় অংগে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। তাছাড়া ৬৬৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬২টি সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থান থাকলেও ৬৫৯.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.২৫%) ব্যয়ে ১৫১টি (৯৩.২০%) সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সংশোধনের সময় অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও সাইক্লোন শেল্টার বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা উচিৎ ছিল।

১৭.৩ **নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং ইউটিডিসি কমপ্লেক্স সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হওয়াঃ** রাজা পালং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনটির (কক্সবাজার জেলাধীন) নির্মাণ কাজ জুন,২০০৯ এ সমাপ্ত হলেও একমাত্র চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষ ছাড়া বাকী কক্ষগুলো অব্যবহৃত এবং অপরিষ্কার অবস্থায় দেখা গেছে। তাছাড়া উখিয়া ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ ৩০-০৩-২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ইউটিডিসি কমপ্লেক্সটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়- কমপ্লেক্সটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং অপরিষ্কার রয়েছে। কমপ্লেক্সটির ভেতবে কথা বললে প্রতিধ্বনি হয় ফলে কথা সঠিকভাবে বোঝা যায়না। অর্থাৎ যথাযথ echo system প্রতিস্থাপিত হয়নি।

১৭.৪ **পুর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগঃ** প্রকল্পটি ২০০১-২০০২ হতে ২০০৯-২০১০ মেয়াদে ৫ জন খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রকল্পে পূর্নকালীন কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি।

১৮. সুপারিশঃ

১৮.১ ৫ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৪ বছর অতিরিক্ত সময়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। আলোচ্য প্রকল্পের ন্যায় অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান (৪ বছর) মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৭.১)।

১৮.২ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত তিনটিতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% হলেও বাস্তব কাজ ১০০% সম্পন্ন না করে অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত চুক্তি ও ব্যয় শৃংখলা পরিপন্থি। বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.২)।

১৮.৩ রাজা পালং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ও উখিয়া ইউটিডিসি কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং ইউটিডিসি কমপ্লেক্স যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ নিশ্চিত করতে পারে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং ইউটিডিসি কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)।

১৮.৪ নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদের যে সমস্ত কক্ষ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৮.৫ প্রকল্পের সুস্থ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এরূপ বড় প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ অপরিহার্য। পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে পুর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হল।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রোথ-সেন্টার/বাজার ইত্যাদি উন্নয়ন) (সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থা : ৬টি বিভাগের ৫৩টি জেলা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৯৮৩৩.১৯	২০০০-২০০১ হতে ২০০৪-	২০০০-২০০১ হতে ২০০৯-২০১০	২০০০-২০০১ হতে ২০০৯-২০১০	-	৫ বছর (১০০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**ভৌত নির্মাণ কাজ**					
(ক)	**খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়ক**					
	(১) বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৫০০	১২০০০.০০	৪৪৯.৮১ (৮৯.৯৬%)	১০৩৯৩.৮৬ (৮৬.৬১%)
	(২) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১৩০	২০৮০.০০	৫৫.৮৯ (৪২.৯৯%)	১১১১.৫৮ (৫০.৪৪%)
(খ)	**গ্রামীণ সড়ক**					
	(১) বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১০৪৮	১৮৮৬৪.০০	১০৪৭.৮৪ (৯৯.৯৮%)	২২০৯১.২৫ (১১৭.১১%)
	(২) এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩০০	৩৬০০.০০	২৮৮.২১ (৯৬.০৭%)	৪৯৪২.০৬ (১৩৭.২৮%)
(গ)	**সেতু/কালভার্ট**					
	(১) খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	২৫০০	৩১২৫.০০	১০৯৫.৪৯ (৪৩.৮২%)	১৮৩৯.৯২ (৫৮.৮৮%)
	(২) গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫৪৫০	৫৪৫০.০০	৩৮৫২.৪৪ (৭০.৬৭%)	৫২৮৯.৫৮ (৯৭.০৬%)
(ঘ)	**মাটির কাজ**					
	(১) মাটি দ্বারা সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১০০০	১২৫০.০০	৫২৫.০০ (৫২.৫০)	১১৬২.১৪ (৯২.৯৭%)
	(২) মাটি দ্বারা বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১০০	৩০০.০০	৬৮ (৬৮%)	৪০৯.৯৫ (১৩৬.৬৫%)

(ঙ)	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃমিঃ	৫০০	১৫০.০০	৫০৯.৬৫ (১০১.৯৩%)	৮৫.২৪ (৫৬.৮৩%)
(চ)	**গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার উন্নয়ন**					
	(১) বড় শ্রেণীর বাজার	সংখ্যা	৫০	১০০০.০০	৫০ (১০০%)	৮৬০.৮৮ (৮৬.০৯%)
	(২) ছোট শ্রেণীর বাজার	সংখ্যা	১০০	১০০০.০০	১০০ (১০০%)	৮৩৪.৭২ (৮৩.৪৭%)
(ছ)	বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	সংখ্যা	১	১২০.০০	১ (১০০%)	১২১.৮২ (১০১.৫২%)
(জ)	পাবলিক হল নির্মাণ	সংখ্যা	১	৩৫০.০০	১ (১০০%)	১৬৯.০২ (৪৮.২৯%)
২।	জনবল (টিএ/ডিএ অন্যান্য ভাতাদিসহ)	জন	১৭	১৮২.৮০	১৭ (১০০%)	১৮২.২৬ (৯৯.৭০%)
৩।	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি (জীপ-২টি)	সংখ্যা	২	৬৫.০০	২ (১০০%)	৬৫.০০ (১০০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণ (সড়কের বাঁক সংশোধন, হাট বাজার সম্প্রসারণ ও ব্রীজ এ্যাপ্রোচ সঠিক করণের জন্য)	হেক্টর	১	৫.০০	১ (১০০%)	৫.০০ (১০০%)
৫।	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	-	৪৯.৯৫	-	৪৯.৯৫ (১০০%)
৬।	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	-	৫.০০	-	০.০০
৭।	আনুষংগিক (টেলিফোন, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানী, ষ্টেশনারী , টিএ ইত্যাদি)	থোক	-	২৪৬.২৫	-	২১৮.৯৬ (৮৮.৯২%)
৮।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	-	৬৭.০০	-	০.০০
৯।	মূল্য বৃদ্ধি	থোক	-	৯০.০০	-	০.০০
	সর্বমোটঃ		১০০%	৫০০০০.০০	১০০%	৪৯৮৩৩.১৯ (৯৯.৬৭)

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের অধীনে খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ৫০.১৯ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ৭৪.১১ কিঃমিঃ এইচবিবি, গ্রামীণ সড়কে ০.১৪ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ১১.৯৭ কিঃমিঃ এইচবিবি, খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ১৪০৪.৫১ মিটার ও গ্রামীণ সড়কে ১৫৯৭.৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, মাটি দ্বারা ৪৭৫ কিঃমিঃ সড়ক এবং ৩২টি বাজার উন্নয়নের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কের চাহিদা না থাকায় এবং নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে অন্যান্য অংগের ১০০% বাস্তব সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা তথা সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিদর্শনকালে জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমসমূহ চিহ্নিত করতঃ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন। এ সকল প্রতিশ্রুতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজারজাত ব্যবস্থা সহজীকরণ, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে পলস্নী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জীবন মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। চলমান পল-X উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভুক্ত নহে অথচ জনগুরুত্বপূর্ণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত সে সকল সড়ক, সেতু ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল ও পাবলিক হল নির্মাণের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগের ৫৩টি জেলায় বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং হাটবাজারগুলির ভৌত সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্য নিশ্চিত করা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; (খ) গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি; (গ) পল্লী

এলাকায় সড়ক ও বাজারসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; (ঘ) সেচ ভিত্তিক কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং (ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** প্রকল্পটির মূল পিসিপি'র উপর গত ২১/০৩/২০০১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত পিসিপি ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২০/০৫/২০০১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৩/০৮/২০০১ তারিখে 'ডিপিইসি' কর্তৃক পিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৬/১০/২০০১ তারিখে পিপি অনুমোদিত হয় যার মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় ২০০০-২০০১ হতে ২০০৪-২০০৫ পর্যন্ত। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে এডিপি বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে দুইবার মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০০০-২০০১ হতে ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১ম সংশোধনঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন সম্ভবপর না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি করে আন্তঃখাত সমন্বয়পূর্বক ডিপিপি সংশোধনকল্পে গত ২৯/১০/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির উপর একটি ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে এবং আন্তঃখাত সমন্বয়পূর্বক মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ৩০/১২/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। অনুমোদিত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০০০-২০০১ হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে এডিপি বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে পুনরায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ২৬/০৩/২০১১ তারিখে যশোর, ২৭/০৩/২০১১ তারিখে ঝিনাইদহ, ২৮/০৩/২০১১ তারিখে মাগুরা, ০৬/০৪/২০১১ তারিখে ময়মনসিংহ, ০৭/০৪/২০১১ তারিখে টাংগাইল এবং ০৮/০৪/২০১১ তারিখে গাজীপুর, ০৬/০৫/২০১১ সিলেট ও ০৭/০৫/২০১১ হবিগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১। **পরিদর্শন অংশঃ**

যশোর জেলাঃ এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ২টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক দুটির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। বারিনগর বাজার-নাটুয়া সড়ক উন্নয়ন-১টি ইউড্রেনসহ (চেইঃ ৭৬৫-১৭১৫ মিঃ) খ) ৯৫০ মিঃ	ক) ১৫.৭৮ খ) ৮.৮৭ গ) ৮.৮৭ ঘ) ১০০%	ক) ১০/০১/২০০১ খ) ২৯/১২/২০০১ গ) মেসার্স জলিল ট্রেডার্স	যশোর জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত ডিপিপি বহির্ভূত এ ইউনিয়ন সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। নির্মিত এ সড়কটির পার্শ্বে ফুলতলা বাজার, মাদ্রাসা মার্কেট-এর সামনে ১ ফুট কার্পেটিং অংশের উপর দিয়ে প্রায় ২০

			cut এর দরুণ কার্পেটিং ভেঙ্গে গেছে এবং ৪/৫টি স্থানে সড়কের মাঝখানে (প্রায় ১ ফুট করে) দেবে গেছে। সড়কটির মেরামত/সংস্কার প্রয়োজন। উল্লেখ্য দুটি কার্যাদেশে ১৯০০ মিটার সড়ক (২টি ইউড্রেনসহ) নির্মাণ বাবদ ১৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের Unit Cost হিসেবে দীর্ঘ এ সড়কটি এত অল্প অর্থে কিভাবে ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে সড়কটি কত মিটার এ প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা অন্য কোন প্রকল্পের স্থানান্তরিত স্কীম কিনা তা জানা যায়নি।
৩। ক) বালিয়াডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-হামিদপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৬৫০ মিঃ) খ) ৬৫০ মিঃ	ক) ৪০.৬১ খ) ৩২.৩৯ গ) ৩২.৩৫ ঘ) ১০০%	ক) ১৮/০৮/২০০৯ খ) ১৩/০১/২০১০ গ) নিশিত বসু	যশোর জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত এ উপজেলা সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৯.২ **ঝিনাইদহ জেলা :** এ জেলায় সম্পাদিত কাজের আওতায় ৩টি সড়ক ও ১টি বাজার-এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সড়ক ও বাজারের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) ১৫ নং ফুলহরি ইউনিয়নের অন্তর্গত জজ সাহেবের বাড়ী হতে তোয়াজ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৪০০ মিঃ) খ) ৪০০ মিঃ	ক) ৭.৩২ খ) ৫.১৬ গ) ৫.১৬ ঘ) ১০০%	ক) ১৪/১১/২০০৭ খ) ১৩/০২/২০০৮ গ) মোঃ হাফিজুর রহমান	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক।
২। ১৫ নং ফুলহরি ইউনিয়নের অন্তর্গত মিয়াজান শাহ এর মাজার হতে জজ সাহেবের বাড়ী হয়ে মনোরঞ্জন মিস্ত্রির বাড়ী পর্যন্ত সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১০২৫ মিঃ) খ) ১০২৫ মিঃ	ক) ২২.৩১ খ) ১৮.৫৪ গ) ১৮.৫৪ ঘ) ১০০%	ক) ২৬/১০/২০০৭ খ) ২০/০৩/২০০৮ গ) মেসার্স নগর গড়ি	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক।
৩। ১৫ নং ফুলহরি ইউনিয়নের অন্তর্গত বিশ্বরোড হতে পানকু বিশ্বাসের বাড়ী হয়ে হাসান মোলস্নার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১৩০০ মিঃ) খ) ১৩০০ মিঃ	ক) ২৮.৭১ খ) ১৯.৮২ গ) ১৮.৭১ ঘ) ১০০%	ক) ১৪/১১/২০০৭ খ) ১৩/০৩/২০০৮ গ) মেসার্স টেকনোকোন	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটির কাজের মান সমেত্মাষজনক।
৪। চাপরাইল বাজার উন্নয়ন	ক) ১০.০০ খ) ৯.৯৪ গ) ৯.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ০৭/০৫/২০০৯ খ) ২৩/১০/২০০৯ গ) মেসার্স লাবির এন্টারপ্রাইজ	গুরুত্বপূর্ণ এ বাজারটিতে ২টি ফিশ শেড, ২টি মিট শেড, ৩৮ মিটার এইচবিবি এবং ৫৫০

			স্কয়ার মিটার পেভডথ দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। বাজারটিতে সপ্তাহে দুদিন (রবি ও বৃধবার) হাট বসে। বাজারটির উন্নয়নকৃত অংশের কাজের মান সন্তোষজনক।

৯.৩ **মাগুরা জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ৩টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারের নাম**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) ইটখোলা বাজার হতে মঘি ইউপি অফিস ভায়া সত্যপুর বাজার পর্যন্ত সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন-১টি বক্স কালভার্টসহ (সদর উপজেলা) (চেইঃ ২৩০০-৩৫৫৮ মিঃ) খ) ১২৫৮.০০ মিঃ	ক) ৩৩.৭৬ খ) ২৯.০০ গ) ২৮.৯৯ ঘ) ১০০%	ক) ০৩/০৯/২০০৭ খ) ১০/০৩/২০০৮ গ) মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ কেপি	গুরুত্বপূর্ণ এ ইউনিয়ন সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি একটি ইউপি অফিস, একটি বাজার, একটি হাইস্কুল ও দুইটি প্রাইমারী স্কুলের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
২। ক) ইটখোলা বাজার হতে মঘি ইউপি অফিস ভায়া সত্যপুর বাজার পর্যন্ত সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ৩৫৫৮-৬৩২৩ মিঃ)	ক) ৬৮.০৮ খ) ৬০.১৯ গ) ৬০.১৯ ঘ) ১০০%	ক) ২৯/০১/২০০৮ খ) ০৩/০৫/২০০৮ গ) মোঃ নুহদারুল হুদা	
৩। ক) চন্ডিবর গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (শ্রীপুর উপজেলা) (চেইঃ ০০-১৫০০ মিঃ) খ) ১৫০০ মিঃ	ক) ৪০.৬১ খ) ৩২.৩৯ গ) ৩২.৩৫ ঘ) ১০০%	ক) ১৮/০৮/২০০৯ খ) ১৩/০১/২০১০ গ) নিশিত বসু	গ্রামীণ এ সড়কটি ৮ ফুট (পেভডথ) প্রশস্ততায় বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সড়কটি গ্রামীণ সড়ক নামকরণ দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটির গুরুত্ব হিসেবে ইউনিয়ন সড়ক মানে উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল। এছাড়া সড়কটির শেষ প্রান্তে প্রায় ৩ কিলোমিটার কাঁচা রয়েছে। কাঁচা এ অংশের কাজ সম্পন্ন হলে এটি একটি পাকা সড়কের সঙ্গে মিশবে। সড়কটির বাঁকী অংশ কাঁচা মাটির রাস্তা হওয়ায় আংশিক উন্নয়নের ফলে এর ইউটিলিটি পর্যাপ্ত নয়। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

৯.৪ **ময়মনসিংহ জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়ক, ২টি ব্রীজ এবং ১টি বাজারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক, ব্রীজ ও বাজারের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) পুনাশাইল বাজার-আবেদর বাজার সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৯৫০ মিঃ এবং ১৮২৯-১৯৩৫ মিঃ) খ) ১০৫৬ মিঃ	ক) ২৬.৭৬ খ) ২৬.০৭ গ) ২০.১৪ ঘ) ১০০%	ক) ২১/০১/২০১০ খ) ২০/০৫/২০১০ গ) মেসার্স হৃদয় এন্টারপ্রাইজ	গ্রামীণ এ সড়কটি এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেতে সেচের পানি ব্যবহারের জন্য এইচবিবি অংশের একটি স্থানে ৩ ফুট প্রশস্ততায় ইট উঠিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এ স্থানে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত কার্যাদেশে সড়কটির দৈর্ঘ্য ১০৫৬ মিটার কিন্তু অগ্রগতির তথ্যে ১০০৫ মিটার দেখানো হয়েছে। এইচবিবি দ্বারা নির্মিত অংশের কাজের মান ভাল।
ক) পুনাশাইল বাজার-আবেদর বাজার সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ৯৫০-১৮৫০ মিঃ) খ) ৯০০ মিঃ	ক) ৩১.৪৬ খ) ৩৬.০০ গ) ৩৫.৩২ ঘ) ১০০%	ক) ১০/০৮/২০০৯ খ) ১০/০৩/২০১০ গ) চৌধুরী এন্ড কন্সট্রাকশন	গ্রামীণ এ সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি উন্নয়নের জন্য ৩১.৪৬ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকায় তা সংশোধন করা হয়। অনুমোদিত কার্যাদেশ অনুযায়ী সড়কটি দৈর্ঘ্য ৯০০ মিটার হলেও অগ্রগতির তথ্যে ৭৮৬.৩৯ মিটার (৯৫০-১৭৩৬.৩৯ মিঃ) দেখানো হয়েছে। একই সড়ক হওয়া সত্ত্বেও এ সড়ক দুটির কিছু অংশ এইচবিবি এবং কিছু অংশ কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে।
২। ক) ধলিয়া বাজার-শিবগঞ্জ ভায়া পলাশতলী আজিজ মাষ্টারের বাড়ী সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১০০০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	ক) ২০.৩২ খ) ২৩.২৯ গ) ২৩.১৯ ঘ) ১০০%	ক) ২০/০৩/২০০৮ খ) ২০/০৯/২০০৮ গ) মেসার্স এসোসিয়েট বিল্ডার্স	গ্রামীণ এ সড়কটি ৮ ফুট (পেভডথ) প্রশস্ততায় বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। দুটি কার্যাদেশে ১৬০০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হলেও ১৫০০ মিটার সড়ক কাচা রয়েছে। কাঁচা এ অংশের কাজ সম্পন্ন হলে এটি একটি পাকা সড়কের সঙ্গে মিশবে। সড়কটির বাঁকী অংশ কাঁচা মাটির রাস্তা হওয়ায় আংশিক উন্নয়নের ফলে এর ইউটিলিটি পর্যাপ্ত নয়। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
ক) ধলিয়া বাজার-শিবগঞ্জ ভায়া পলাশতলী আজিজ মাষ্টারের বাড়ী সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ১০০০-১৬০০ মিঃ) খ) ৬০০ মিঃ	ক) ১৪.২৮ খ) ১৫.৮০ গ) ১৫.৫২ ঘ) ১০০%	ক) ২০/০৩/২০০৮ খ) ২০/০৯/২০০৮ গ) মেসার্স এসোসিয়েট বিল্ডার্স	
৩। ক) ফুলবাড়ীয়া-বৈলর ভায়া রাধাকানাই সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৪৩৯০-৫৩৯০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	ক) ৫৬.১০ খ) ৫১.২৯ গ) ৫১.২২ ঘ) ১০০%	ক) ২৭/০১/২০১০ খ) ২৭/০৫/২০১০ গ) মেসার্স আলম এন্টারপ্রাইজ	এটি একটি উপজেলা সড়ক। সড়কটির ০০-৪৩৯০ মিটার এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে ৩০০০ মিটার সড়ক উন্নয়নের জন্য ৩টি কার্যাদেশে (১০০০ মিটার করে) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির পেভডথ্ ১২ ফুট করা হলেও কোন হার্ড সোল্ডার রাখা হয়নি। উল্লেখ্য, অন্যান্য প্রকল্প থেকে (০০-৪৩৯০
ক) ফুলবাড়ীয়া-বৈলর ভায়া রাধাকানাই সড়ক উন্নয়ন	ক) ৫৪.০৬ খ) ৪৯.৮৯	ক) ০৭/০২/২০১০ খ) ০৭/০৫/২০১০	

(চেইঃ ৫৩৯০-৬৩৯০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	গ) ৪৯.৮৮ ঘ) ১০০%	গ) মেসার্স ইশতিয়াক আহমেদ	মিঃ) সড়কটির উন্নয়নকৃত অংশের হার্ড সোল্ডার রাখা হয়েছে কিন্তু এ প্রকল্প থেকে উন্নয়নকৃত অংশের কোন হার্ড সোল্ডার রাখা হয়নি। আবার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাটি দ্বারা সোল্ডার উন্নয়ন করা হয়নি। সড়কটির দুই পাশে মাছ চাষের কারণে অনেকাংশের সোল্ডার প্রশস্ত করা সম্ভব হয়নি। এলজিইডি'র চলমান প্রকল্পে উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় নির্ধারণ করা আছে তার চেয়ে এ সড়কটির নির্মাণ ব্যয় অত্যাধিক মনে হয়েছে।
ক) ফুলবাড়ীয়া-বৈলর ভায়া রাধাকানাই সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৬৩৯০-৭৫৯০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	ক) ৬৯.৯৭ খ) ৬৪.৫১ গ) ৬৪.০২ ঘ) ১০০%	ক) ০৭/০২/২০১০ খ) ০৭/০৫/২০১০ গ) মেসার্স ইশতিয়াক আহমেদ	
৪। ক) আংগারগারা বাজার-চামিয়াদি ভায়া কাতলামারী সড়কের নেওড়া নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ খ) ৫৭.০৫ মিঃ	ক) ৯০.৭৪ খ) ৯১.৭৮ গ) ৯০.৬৬ ঘ) ১০০%	ক) ২৯/১১/২০০৬ খ) ২৯/১১/২০০৭ গ) মেসার্স ভাওয়াল কন্সট্রাকশন	নির্মিত তিন স্প্যান বিশিষ্ট এ ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ৫৭ মিটার, প্রস্থ ৩.৬৬ মিটার এবং হুইল গার্ড ০.৬০ মিটার। ব্রীজটি একটি গ্রামীণ সড়কের ১৫০০ মিটার চেইনেজে নির্মিত হয়েছে। প্রায় ৮ কিঃমিঃ দীর্ঘ এ সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ কাঁচা রয়েছে বিধায় ব্রীজটির পুরোপুরি সুবিধা জনগণ পাচ্ছেনা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
৫। ক) ধলা-কাশিগঞ্জ রাস্তায় কাশিগঞ্জ বাজারের নিকট খিরু নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ খ) ১০৮.১২৫ মিঃ	ক) ১০৪.১৭ খ) ১০৩.৬৪ গ) ১০২.০৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/১০/২০০১ খ) ০৬/১২/২০০২ গ) মেসার্স শাহী কন্সট্রাকশন	সড়কটির ১২০০০ মিটার চেইনেজে নির্মিত পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট দীর্ঘ এ ব্রীজটির প্রস্থ ৩.৬৬ মিটার এবং হুইলগার্ড ০.৬০ মিটার। ব্রীজটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৬/১২/২০০২ হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাপ্ত হয়েছে ৩০/০৮/২০০৩ তারিখে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
৫। ক) কালিবাড়ী বাজার উন্নয়ন	ক) ৯.৭৬ খ) ৭.৫৭ গ) ৭.৫৭ ঘ) ১০০%	ক) ২০/০৮/২০০৯ খ) ১৯/০২/২০১০ গ) মেসার্স টাইটেল এন্টারপ্রাইজ	এ বাজারটিতে ১টি ফিশ শেড, ১টি মিট শেড, ১টি টিউবওয়েল ও ১টি ডাস্টবিল নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে দেখা যায়, নির্মিত ফিশ ও মিট শেড দুটিতে অসংখ্যা আলু/তরিতরকারীর বস্তা রয়েছে।

৯.৫ **টাংগাইল জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ৩টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) পশ্চিমপাড়া-তারাগঞ্জ বাজার আনেহোলা ইউপি অফিস সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন-১টি ইউড্রেনসহ (চেইঃ ০০-১৪০০ মিঃ) খ) ১৪০০ মিঃ	ক) ৩৪.৮৬ খ) ২৯.২৮ গ) ২৮.৮৯ ঘ) ১০০%	ক) ১৭/০১/২০০৮ খ) ২২/০৫/২০০৮ গ) মেসার্স তাপস ট্রেডার্স	এ ইউনিয়ন সড়কটি ২টি কার্যাদেশে কার্পেটিং দ্বারা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির শুরুতে দুটি স্থানে ৬/৭ ফুট মত কার্পেটিং উঠে গেছে, ২টি স্থানে (২+২) ৪ ফুট মত সড়ক দেবে গেছে এবং ২টি স্থানে সোল্ডার অংশের কার্পেটিং ভাঙ্গা দেখা গেছে। এছাড়া নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

২। ক) পশ্চিমপাড়া-তারাগঞ্জ বাজার আনেহোলা ইউপি অফিস সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ১৪০০-২৮০০ মিঃ) খ) ১৪০০ মিঃ	ক) ৩৯.২৫ খ) ৩২.৯৫ গ) ৩১.৯৯ ঘ) ১০০%	ক) ১৭/০১/২০০৮ খ) ২২/০৫/২০০৮ গ) মেসার্স তাপস ট্রেডার্স	
৩। ক) কদমতলী বাজার-মোঘলপাড়া মনিদহ সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৭৫০ মিঃ) খ) ৭৫০ মিঃ	ক) ৩০.৭৮. খ) ৩০.৭৬ গ) ৩০.৩৪ ঘ) ১০০%	ক) ২০/০৪/২০০৮ খ) ২৫/০৭/২০০৮ গ) মেসার্স রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ	এ গ্রামীণ সড়কটি (টাইপ-এ) কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ২৫/১০/২০০৮ তারিখে। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।

৯.৬ **গাজীপুর জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ২টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ২টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) বিশাইদ হতে রসুলপুর নদীর ঘাট পর্যন্ত সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১৫০০ মিঃ) খ) ১৫০০ মিঃ	ক) ৪৩.০৫ খ) ৪৯.৯০ গ) ৪৫.২৭ ঘ) ১০০%	ক) ২৭/১১/২০০৮ খ) ০৫/০৪/২০০৯ গ) মেসার্স এস.বি এন্টারপ্রাইজ	গ্রামীণ এ সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটির উপর দিয়ে ট্রাক্টর চলার কারণে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সড়কটির অধিকাংশ জায়গায় একপাশ দিয়ে সোল্ডার অংশে মাটি অনেক কম। এছাড়া নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।
২। ক) বলধা মসজিদ হতে পাকুরিয়া সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ১০০০-২৫০০মিঃ) খ) ১৫০০ মিঃ	ক) ৩৫.৫৯ খ) ৪০.০৩ গ) ৩৯.২৩ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/১০/২০০৮ খ) ২২/০২/২০০৯ গ) মেসার্স নিপুণ এন্টারপ্রাইজ	গ্রামীণ এ সড়কটি কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। নির্মিত সড়কটির কাজের মান সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা গেছে।

৯.৭ **সিলেট জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ২টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ২টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) মাসুকগঞ্জ বাজার-মিরপুর-আউশা-মোগলগাঁও ইউপি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ২৫০০-৩৩৪০ মিঃ) খ) ৮৪০.০০ মিঃ	ক) ২৭.৯০ খ) ৩০.৫৪ গ) ৩০.৫৪ ঘ) ১০০%	**ক)** ০১/০১/২০০৯ **খ) ৩০/০৬/২০০৯** গ) এ এ এন্টারপ্রাইজ	এ ইউনিয়ন সড়কটি ১০ ফুট প্রশস্ততায় উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সড়কটির সোল্ডার মাটি দ্বারা উন্নয়ন প্রয়োজন।
২। ক) আরএইচডি-জাকারিয়া সিটি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ১০০০-২২০০ মিঃ) খ) ১২০০.০০ মিঃ	ক) ৩১.০৭ খ) ২৯.১২ গ) ২৮.৩০ ঘ) ১০০%	**ক) ০৬/০৪/২০০৮ খ) ০৭/১০/২০০৮** গ) মেসার্স সালে আহম্মেদ	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটির কয়েকটি স্থানে গর্তের (Pot-hole) সৃষ্টি হয়েছে।

৯.৮ **হবিগঞ্জ জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত সড়ক ৩টির বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	**(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ**	**মন্তব্য/ মতামত**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) বহরা ইউপি অফিস-আখরাবাজার সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫০০-১৩৪২.০০ মিঃ) খ) ৮৪২.০০মিঃ	ক) ৩০.০০ খ) ২৮.৫০ গ) ২০.০০ ঘ) ১০০%	ক) ২৮/০২/২০১০ খ) ৩০/০৮/২০১০ গ) রনজিত কুমার রায়	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সড়কটি ভাল অবস্থায় দেখা গেছে।
২। ক) বটতলা রেমা রাস্তায় সীমপাড় থেকে হক সাহ মাওলার মাজার হয়ে রেমা রাস্তা পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজ বিসি দ্বারা উন্নয়ন (৬টি আরসিসি বক্স কালভার্টসহ) (চেইঃ ৪০০-১৪০০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	ক) ৩১.৮২ খ) ৩৬.৭৯ গ) ৩৬.৭৯ ঘ) ১০০%	ক) ২১/০৭/২০০৮ খ) ২৯/০৪/২০০৯ গ) বিজয় কুমার সাহা	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সড়কটি ভাল অবস্থায় দেখা গেছে।
৩। ক) কালিনগর বাজার-শাকির মোহাম্মদ বাজার রাস্তা উন্নয়ন (চেইঃ ৮০০-১৪০০ এবং ২০০০-২৪০০ মিঃ) খ) ১০০০ মিঃ	ক) ১৫.৭৩ খ) ১৮.২৩ গ) ১৮.২২ ঘ) ১০০%	ক) ২১/০৯/২০০৮ খ) ২০/০৩/২০০৯ গ) মেসার্স আহম্মদ কন্সট্রাকশন	এটি একটি গ্রামীণ সড়ক। সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি সীলকোট করা প্রয়োজন।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৪৯৮৩৩.১৯ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৬৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০০-২০০১	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	২৪৫৮.০০	২৪১৪.১৪	২৪১৪.১৪	-	৪৩.৮৬
২০০১-২০০২	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	-	৩৮০০.০০	৩৭৯৯.৫৩	৩৭৯৯.৫৩	-	০.৪৭
২০০২-২০০৩	১৭৫৬.০০	১৭৫৬.০০	-	১৭৫৬.০০	১৭৫৫.৬০	১৭৫৫.৬০	-	০.৪০
২০০৩-২০০৪	৩১৫৬.০০	৩১৫৬.০০	-	৩১৫৬.০০	৩১৫৫.৯৭	৩১৫৫.৯৭	-	০.০৩
২০০৪-২০০৫	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	১৯৯৯.৮০	১৯৯৯.৮০	-	০.২০
২০০৫-২০০৬	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৬	১৯৯৯.৯৬	-	০.০৪
২০০৬-২০০৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	-	০.০০
২০০৭-২০০৮	৮৪৫৫.০০	৮৪৫৫.০০	-	৮৪৫৫.০০	৮৪৪৭.৩২	৮৪৪৭.৩২	-	৭.৬৮
২০০৮-২০০৯	৯২০৮.০০	৯২০৮.০০	-	৯২৫০.০০	৯২৫০.০০	৯২৫০.০০	-	০.০০
২০০৯-২০১০	১৩৬২৫.০০	১৩৬২৫.০০	-	১৩৬২৫.০০	১৩৫১০.৮৭	১৩৫১০.৮৭	-	১১৪.১৩
মোটঃ	**৫০০০০.০০**	**৫০০০০.০০**	-	**৫০০০০.০০**	**৪৯৮৩৩.১৯**	**৪৯৮৩৩.১৯**	-	**১৬৬.৮১**

তথ্য সুত্রঃ পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়, বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৪৯৮৩৩.১৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ১৬৬.৮১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এ অব্যয়িত অর্থের সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

১১। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়ত সহজতর হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু (২০০০-২০০১) থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ৩ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেষণে) নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ লোকমান হাকিম, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	০১/০৭/২০০০	২৩/০১/২০০২
মোঃ লোকমান হাকিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	২৪/০১/২০০২	২৪/০৯/২০০৭
মোঃ খলিলুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	২৫/০৯/২০০৭	৩০/০৬/২০১০

১৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

প্রকল্পের আওতায় যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় বাস্তবায়িত (পিপিআর-২০০৩ কার্যকর হওয়ার পরের) কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(ক) গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং হাটবাজারগুলির ভৌত সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্য নিশ্চিত করা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; (খ) গ্রামীণ	প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো (সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট/বাজার) উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকতর সহজ হয়েছে। এছাড়া হাটবাজারগুলির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, সেচ ভিত্তিক কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট কার্যক্রম গ্রহণ, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করায় আর্থ-

অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি; (গ) পলস্নী এলাকায় সড়ক ও বাজারসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; (ঘ) সেচ ভিত্তিক কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং (ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	সামাজিক উন্নয়নসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ৫০.১৯ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ৭৪.১১ কিঃমিঃ এইচবিবি, গ্রামীণ সড়কে ০.১৪ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ১১.৯৭ কিঃমিঃ এইচবিবি, খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ১৪০৪.৫১ মিটার ও গ্রামীণ সড়কে ১৫৯৭.৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, মাটি দ্বারা ৪৭৫ কিঃমিঃ সড়ক এবং ৩২ টি বাজার উন্নয়নের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে বিধায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়েছে। বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হলে অর্জিত ফলাফল অধিকতর কার্যকরী হত।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ৫০.১৯ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ৭৪.১১ কিঃমিঃ এইচবিবি, গ্রামীণ সড়কে ০.১৪ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ১১.৯৭ কিঃমিঃ এইচবিবি, খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ১৪০৪.৫১ মিটার ও গ্রামীণ সড়কে ১৫৯৭.৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, মাটি দ্বারা ৪৭৫ কিঃমিঃ সড়ক এবং ৩২ টি বাজার উন্নয়নের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে, অনুমোদন পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে Unit Cost বৃদ্ধি পাওয়ায় উল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। **ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে অননুমোদিতভাবে কতিপয় অংগে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় করাঃ** অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে গ্রামীণ সড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন, মাটি দ্বারা বাজার উন্নয়ন এবং বাস ও ট্রাক টার্মিনাল বাবদ মোট ৪৬৮১.০৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অধিনে খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ৫০.১৯ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং ও ৭৪.১১ কিঃমিঃ এইচবিবি, খ-শ্রেণীর সংযোগ সড়কে ১৪০৪.৫১ মিটার ও গ্রামীণ সড়কে ১৫৯৭.৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং ৪৭৫ কিঃমিঃ মাটি দ্বারা সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি। আবার বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, বড় ও ছোট শ্রেণীর বাজার উন্নয়ন, পাবলিক হল নির্মাণ, জনবল, আনুষংগিক ইত্যাদি খাতের সাশ্রয়কৃত অর্থ এবং বর্ণিত অবাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের অব্যয়িত অর্থ (মোট ৪৭৩৯.৩৫ লক্ষ টাকা) প্রকল্পের অন্যান্য অংগে ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.২। **ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও অর্থ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতি বিশেস্নষণে দেখা যায়, অনুমোদিত ডিপিপিতে ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের সংস্থান না থাকলেও ডিপিপি বহির্ভূতভাবে অসংখ্য ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ইউনিয়ন সড়ক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।

১৭.৩। **বারিনগর বাজার-নাটুয়া সড়ক উন্নয়ন-২টি ইউড্রেনসহ (চেইনেজ ৭৬৫-২৬৬৫ মিঃ):** যশোর জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত এ ইউনিয়ন সড়কটি দুটি কার্যাদেশে (১৯০০ মিটার) নির্মাণ বাবদ ১৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পের Unit Cost হিসেবে দীর্ঘ এ সড়কটি এত অল্প অর্থে কিভাবে ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে সড়কটি এ প্রকল্প থেকে কত মিটার বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা অন্য কোন প্রকল্পের স্থানান্তরিত স্কীম কিনা তা জানা যায়নি।

১৭.৪। **পুনাশাইল বাজার-আবেদর বাজার সড়ক উন্নয়ন (ময়মনসিংহ জেলা):** অনুমোদিত কার্যাদেশে (এইচবিবি) সড়কটির দৈর্ঘ্য ১০৫৬ মিটার (চেইঃ ০০-৯৫০ মিঃ এবং ১৮২৯-১৯৩৫ মিঃ)। কিন্তু অগ্রগতির তথ্যে ১০০৫ মিটার দেখানো হয়েছে। আবার কার্যাদেশ অনুযায়ী (কার্পেটিং) সড়কটি দৈর্ঘ্য ৯০০ মিটার (চেইঃ ৯৫০-১৮৫০ মিঃ) হলেও অগ্রগতির তথ্যে ৭৮৬.৩৯ মিটার (৯৫০-১৭৩৬.৩৯ মিঃ) দেখানো হয়েছে। একই সড়ক হওয়া সত্ত্বেও এ সড়কটির কিছু অংশ এইচবিবি এবং কিছু অংশ কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৭.৫। **ফুলবাড়ীয়া-বৈলর ভায়া রাধাকানাই সড়ক উন্নয়ন (ময়মনসিংহ জেলা):** এ প্রকল্প থেকে (৪৩৯০-৭৫৯০ মিঃ) ৩০০০ মিটার সড়ক উন্নয়নের জন্য ৩টি কার্যাদেশে (১০০০ মিটার করে) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির পেভডথ্ ১২ ফুট করা হলেও কোন হার্ড সোল্ডার রাখা হয়নি। কিন্তু এ সড়কটির ০০-৪৩৯০ মিটার এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং হার্ড সোল্ডার রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের উন্নয়নকৃত অংশের সড়কবাঁধ যথাযথ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত হয়নি। সড়কটির দুই পাশে মাছ চাষের কারণে অনেকাংশের সোল্ডার প্রশস্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এলজিইডি'র চলমান প্রকল্পে উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় নির্ধারণ করা আছে তার চেয়ে এ সড়কটির নির্মাণ ব্যয় অত্যাধিক মনে হয়েছে।

১৭.৬। **কালিবাড়ী বাজার উন্নয়ন** : ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলা নির্মিত কালিবাড়ী বাজারের ফিশ ও মিট শেড দুটিতে অসংখ্যা আলু/তরিতরকারীর বস্তা রয়েছে, যা সমীচীন হয়নি।

১৭.৭। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run):** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ১২-০৬-২০০১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় ৫ বছর (২০০১-২০০২ হতে ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত)। বিভিন্ন কারণে আলোচ্য প্রকল্পে ৫ বছর **Time Over-run** (মূল বাস্তবায়নকালের ১০০%) হয়েছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিলম্বিত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিদাধি এলাকার জনগণের নিকট অনেক বিলম্বে পৌঁছেছে।

১৭.৮। **ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানঃ** প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৯৮৭৩.৬২ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত ১৬৬.৮১ লক্ষ টাকা (৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা - ৪৯৮৭৩.৬২ লক্ষ টাকা) নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংস্থার নিকট থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৭.৯। **রক্ষণাবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি জুলাই, ২০০০ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত ১০ বছর যাবৎ বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ আকারের প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং অপ্রতুল এডিপি বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত সময়ে অনুমোদিত ব্যয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রথম দিকের যে সকল কাজ বাস্তবায়িত হয় তা ৩/৪ বছরের মধ্যেই রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় নতুবা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া পরিদর্শনে দেখা যায় যে, শোল্ডারে পর্যাপ্ত মাটি না থাকায় সড়কের পাকা অংশ স্থানে স্থানে ভেঙ্গে যাচ্ছে। সময়মত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ সমস্ত সড়কের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যাবে। ফলে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কসমূহ যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় এ ধরণের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৭.১০। **স্কীমের নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকাঃ** মূল অনুমোদিত প্রকল্পে নির্মিতব্য সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট/বাজার উন্নয়ন কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে স্কীমের নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু থোক পরিমাণ (কিলোমিটার/মিটার/সংখ্যা) উলে-খ করা হয়েছে। পিপি অনুমোদন হওয়ার পর এলজিইডি হেড কোয়ার্টার কর্তৃক বিভিন্ন স্কীম নির্বাচন করে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের সময় (৩০/১২/২০০৮ তারিখে) শুধুমাত্র খ-শ্রেণীর সড়ক ও গ্রামীণ সড়কের (কার্পেটিং ও এইচবিবি) তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু খ-শ্রেণীর সড়ক ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট, মাটি দ্বারা সড়ক উন্নয়ন, মাটি দ্বারা বাজার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার (বড়/ছোট) এর তালিকা প্রদান করা হয়নি। এর ফলে প্রকল্প ছক অনুসারে স্কীম ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতির তুলানামূলক বিশেস্নষণ করা সম্ভব হয়নি।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরণের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কিভাবে করা হলো এবং এ বিষয়ে অনিয়ম হয়ে থাকলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.১)।

১৮.২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিপি বহির্ভূত অঙ্গ বাস্তবায়ন তথা অর্থ ব্যয় করে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ডিপিপি বহির্ভূত অঙ্গ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে। তাছাড়া ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের শৃংখলা পরিপন্থী কাজ অন্য প্রকল্পে না হয় সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.২)।

১৭.৩। যশোর জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত ''বারিনগর বাজার-নাটুয়া'' সড়কটির (২টি ইউড্রেনসহ) নির্মাণ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে কত হয়েছে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৩)।

১৭.৪। ময়মনসিংহ জেলায় বাস্তবায়িত ''পুনাশাইল বাজার-আবেদর বাজার'' সড়কটি একই এলাইনমেন্টে হওয়া সত্ত্বেও কিছু অংশ এইচবিবি এবং কিছু অংশ কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। আবার অনুমোদিত কার্যাদেশের চেইনেজ এবং মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির তথ্যের চেইনেজে গড়মিল রয়েছে। চলমান প্রকল্পগুলোতে একই সড়ক দুই ধরনের উন্নয়ন না করা এবং অনুমোদিত কার্যাদেশের সাথে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের সামঞ্জস্য রাখার বিষয়ে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৪)।

১৭.৫। ময়মনসিংহ জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ফুলবাড়ীয়া-বৈলর ভায়া রাধাকানাই সড়কটির হার্ড সোল্ডার না রাখা, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সড়কবাঁধ নির্মিত না হওয়া এবং অত্যাধিক ব্যয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারে। যথাযথ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সড়কবাঁধ নির্মিত না হওয়ায় পেভমেন্টের স্থায়ীত্ব হ্রাস পেয়ে দ্রুত

সড়ক যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কাজেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সড়কবাঁধ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৭.৫)।

১৭.৬। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় নির্মিত কালিবাড়ী বাজারের ফিশ ও মিট শেড দুটি সঠিকভাবে ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৬)।

১৮.৭। আলোচ্য প্রকল্পে অস্বাভাবিক Time Over-run (৫ বছর) মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার (অনুচ্ছেদ ১৭.৭)।

১৮.৮। প্রকল্পের আওতায় ছাড়কৃত অব্যয়িত সমুদয় অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা অথবা না হয়ে থাকলে তা সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে অর্থ বিভাগ, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা না হয়ে থাকলে তা কেন যথাসময়ে জমা হয়নি তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৮)।

১৮.৯। সরকারের সম্পদের কথা বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ আকারের প্রকল্প গ্রহণ না করার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হলো। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কসমূহ রাজস্ব বাজেটের আওতায় যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৭.৯)।

১৮.১০। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে সড়ক/ব্রীজ/কালভার্টে/বাজারের গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কীমের তালিকা ডিপিপিতে সংযুক্ত করে প্রকল্প অনুমোদন সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ-১৭.১০)।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি (সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : বাগেরহাট, বরগুণা, বরিশাল, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, জয়পুরহাট, খুলনা, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মেহেরপুর, নওগাঁ, নড়াইল, নাটোর, নিলফামারী, পাবনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, শেরপুর, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৩১৭.৬০	-	২০৪২.০১	০১.০৭.২০০৭ হতে ৩০.০৬.২০১০	-	০১.০৭.২০০৭ হতে ৩০.০৬.২০১০	-	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ভৌত কাজঃ					
(ক)	বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন	কিঃ মিঃ	১৭৭	৪৬০.২০	১২০.২৪ (৬৭.৯৩ %)	৪৫৫.২৮ (৯৮.৯৩%)
(খ)	নতুন পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	৮৪৬.০০	৩৯ (৬৫%)	৬৯১.৫৩ (৮১.৭৪%)
(গ)	পুরাতন পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন	সংখ্যা	৩৫	২৩৫.৫২	৩০ (৮৫.৭১ %)	২৩৩.৭৭ (৯৯.২৬%)
(ঘ)	খাল পুনঃখনন	কিঃ মিঃ	২৫৪.৬০	৪৫৮.২৮	১৩৫.২৬ (৫৩.০৪ %)	৪৫৭.০০ (৯৯.৭২%)
২.	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	১০	১০০.০০	-	০.০০
৩.	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃ	১৮৮	১০০.০০	১৭৭	৯৯.৬১

		মিঃ			(৯৪.১৫%)	(৯৪.১৫%)
৪.	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	-	১৬.০০	-	১৫.৯৯ (৯৯.৯৯%)
৫.	জনবল (বেতন + ভাতা)	থোক	-	৩৩.১০	-	৩৭.২১ (১১২.৩৯%)
৬.	সরবরাহ ও সেবা এবং দ্বৈততা নিরসনে সমন্বিত সমীক্ষা/ষ্টাডি	থোক	-	৬৮.৫০	-	৫১.৬২ (৭৫.৩৬%)
	মোটঃ			**২৩১৭.৬০**	**৯০%**	**২০৪২.০১ (৮৮.১১%)**

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ**

প্রকল্পের আওতায় সংস্থান অপেক্ষা ৫৬.৭৬ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন, ২১টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, ৫টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন, ১১৯.৭৪ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ১০ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ, ১১ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণ-এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষক্ষর মতে সিডিউল অব রেটস পরিবর্তনের কারণে অর্থের সংকুলান না হওয়ায় এ সমস্ত পূর্ত কাজ (Civil Works) বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ করায় ১১ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন হয়নি। ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন না হওয়ায় ১০ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ করা হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ**

৭.১। **পটভূমিঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ''থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প''-এর আওতায় ১৯৯৬-২০০৩ মেয়াদে ২৬৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের ৩৭টি জেলায় ২৮০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এর পূর্বে খাল খনন কর্মসূচী (১৯৭৯-১৯৯৬) এর মাধ্যমে দেশে ৩২৭৬ কিঃমিঃ খাল ও ৮২৮৫৯৭টি পুকুর খনন/পুনঃখনন করা হয় এবং ৩৮২টি পাকা পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এসব অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (RDP-4) আওতায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি ইতোমধ্যে ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। এসব অবকাঠামো পানি সংরক্ষণ করে কৃষি উৎপাদন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। ২০০৪ সালের বন্যার কারণে ও সময়ের আবর্তে বাস্তবায়িত এসব উপ-প্রকল্প/স্কীমের অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ ও অকেজো হয়ে পড়ায় এগুলো পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং কিছু ক্ষেত্রে নতুন অবকাঠামো নির্মাণেরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে করে মূল উপ-প্রকল্পের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর পুনর্বাসন, বাঁধ মেরামত, খাল পুনঃখনন এবং সম্লুইস গেইট ও অন্যান্য পাকা অবকাঠামোর মেরামত/প্রতিস্থাপন করে ক্ষুদ্রাকার পানি ব্যবস্থাপনা থেকে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল লাভের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ যার মাধ্যমেঃ

(ক) পূর্বে নির্মিত পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; (খ) কৃষি ফসল ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি; (গ) গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং (ঘ) সরকারের দারিদ্র হ্রাস কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা**

প্রকল্পটির উপর গত ০৪/০৪/২০০৭ তারিখে 'পিইসি' সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক ০২/০৭/২০০৭ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১৫/০৭/২০০৭ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শন**

প্রকল্পটির সুনামগঞ্জ, রাজবাড়ী এবং নওগাঁ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশেস্নষণ ও পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে সুনামগঞ্জ, রাজবাড়ী এবং নওগাঁ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৯.১। **সুনামগঞ্জ জেলাঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ''ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে দশটি রাবার ড্যাম

নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ''খাসিয়ামারা খাল রাবারড্যাম'' উপ-প্রকল্পটি গত ১৭/০৬/২০০৩ তারিখে কাজ শুরু হয় এবং ২৩/১০/২০০৪ তারিখ কাজ সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা অর্থাৎ Catchments area ছিল ৯০০ হেক্টর। পরবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র চাহিদার প্রেক্ষিতে ''খাসিয়ামারা খাল রাবারড্যাম'' উপ-প্রকল্পটির পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নের কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপাদান	ইউনিট	চুক্তিমূল্য	ব্যয়
১.	বেড়ীবাঁধ পুনর্বাসন	১.৩১ কিঃমিঃ	১৮,১৩,৮৯৬/-	১৮,১৩,৮৯৬/-
২.	খাল পুনঃখনন	০.১৩ কিঃমিঃ	১,৯২,৬৯৬/-	১,৯২,৬৯৬/-
৩.	১টি ৩ ভেন্ট স্ট্রাকচার ও ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৩ ভেন্ট স্ট্রাকচার (১.৫০ মিঃ x ২.০০ মিঃ) বক্স কালভার্ট (১.৫০ মিঃ x ১.৫০ মিঃ)	৫২,৯৭,২৬৮/-	৫২,৯৭,২৬৮/-
৪.	দক্ষিণ-পশ্চিম কান্দাপাড়া বক্তারপুরে ১টি ইরিগেশন ড্রেন নির্মাণ	১টি (১.০০ মিঃ x ১.২০ মিঃ)	৭,১১,৫০৭/-	৭,১১,৫০৭/-
৫.	৪টি ১ ভেন্ট সেচ আউটলেট নির্মাণ	৪টি ১ ভেন্ট সেচ আউটলেট ১ ভেন্ট (১.০০ মিঃ x ১.২০ মিঃ)	১,৩৪,১০৫০/-	১,৩৪,১০৫০/-
৬.	স্পার নির্মাণ		৬৮,৮৭২/-	৬৮,৮৭২/-
	মোটঃ		৯৪,২৫,২৮৯/-	৯৪,২৫,২৮৯/-

অত্র প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১০০ হেক্টর জমি রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যক্রম সচল রয়েছে তবে খননকৃত খাল পুনরায় খনন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে অদুর ভবিষ্যতে তা ভরাট হয়ে না যায়।

৯.২। **রাজবাড়ী জেলাঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ''প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাংশা উপজেলায় ''সরিষা-পিঠাপাড়া Wes'' উপ-প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয় গত ২৬/০৪/২০০২ তারিখে। পরবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র চাহিদার প্রেক্ষিতে ''সরিষা-পিঠাপাড়া Wes'' উপ-প্রকল্পটির পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপাদান	ইউনিট	চুক্তিমূল্য	ব্যয়
১.	রেগুলেটর নির্মাণ-১টি	১ ভেন্ট (১.৫০ মিঃ x ১.৮০ মিঃ)	৩৩,২০,৬৫১/-	৩৩,২০,৬৫১/-
২.	খাল পুনঃখনন	১.১০ কিঃমিঃ	৬,৫১,৯৪৮/-	৬,৫১,৯৪৮/-
	মোটঃ		৩৯,৭২,৫৯৯/-	৩৯,৭২,৫৯৯/-

উপরোক্ত রেগুলেটর এবং খননকৃত খাল সচল রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রায় ৪০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি আবাদির আওতায় এসেছে। স্থানীয় জনগণের মতে, এ অতিরিক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত আবাদী জমি উপ-প্রকল্পের আওতায় আসার ফলে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে সমিতির সদস্য সংখ্যা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৩। **নওগাঁ জেলাঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ''প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ উপজেলায় ''পারকুলিহার-পাইকপাড়া'' উপ-প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয় গত ১৯/১০/২০০১ তারিখে। পরবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র চাহিদার প্রেক্ষিতে ''পারকুলিহার-পাইকপাড়া''

উপ-প্রকল্পটির পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি পাইপ সম্লুইস (১ ভেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার চুক্তিমূল্য ছিল ১৩,৭৭,২৬৯/- টাকা এবং ব্যয়ও হয়েছে ১৩,৭৭,২৬৯/- টাকা। এ পাইপ সম্লুইসটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় আরো প্রায় ২৫ হেক্টর জমি আবাদির আওতায় এসেছে।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২০৪২.০১ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৮.১১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৭-২০০৮	৯৫.০০	৯৫.০০	-	৯৫.০০	৯৩.৯৫	৯৩.৯৫	-	১.০৫
২০০৮-২০০৯	৯১৫.০০	৯১৫.০০		৯১৫.০০	৯১৩.০৬	৯১৩.০৬		১.৯৪
২০০৯-২০১০	১০৪৮.০০	১০৪৮.০০	-	১০৪৮.০০	১০৩৫.০০	১০৩৫.০০	-	১৩.০০
মোটঃ	**২০৫৮.০০**	**২০৫৮.০০**	**-**	**২০৫৮.০০**	**২০৪২.০১**	**২০৪২.০১**	**-**	**১৫.৯৯**

বর্ণিত সারণী হতে দেখা যায় বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ২০৫৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ২০৪২.০১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে ১৫.৯৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

১১। **উপকারভোগীদের মতামত**

প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনকালে সাধারণ জনসাধারণের সাথে আলাপে জানা যায়- প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর পুনর্বাসন, বাঁধ মেরামত, খাল পুনঃখনন এবং সম্লুইস গেইট ও অন্যান্য পাকা অবকাঠামোর মেরামত/প্রতিস্থাপন করায় অতিরিক্ত আবাদী জমি উপ-প্রকল্পের আওতায় আসার ফলে কৃষি ফসল ও মৎসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সমিতির সদস্য সংখ্যা এবং কার্যক্রম অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য**

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) জনাব এ.এফ.এম. মুনিবুর রহমান পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৩। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য**

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কয়েকটি কার্যক্রমের ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ যার মাধ্যমেঃ (ক) পূর্বে নির্মিত পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; (খ) কৃষি ফসল ও মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি; (গ) গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং (ঘ) সরকারের দারিদ্র হ্রাস কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান।	অবকাঠামোর পুনর্বাসন, বাঁধ মেরামত, খাল পুনঃখনন এবং সম্লুইস গেইট ও অন্যান্য পাকা অবকাঠামোর মেরামত/প্রতিস্থাপন করে ক্ষুদ্রাকার পানি ব্যবস্থাপনা থেকে জনসাধারণ বেশ সুফল পেয়েছে এবং গ্রামীণ এসকল উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সম্পূর্ণ পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হলে আরও অধিক পরিমাণ জমি উপ-প্রকল্পের আওতায় নেওয়া সম্ভব হতো এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আয়বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেত।

১৫। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা**

১৬.১। **জনবল খাতে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ৯ জন জনবলের (কর্মকর্তা ৩ জন ও কর্মচারী ৬ জন) বেতন ও ভাতা বাবদ মোট ৩৩.১০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩৭.২১ লক্ষ টাকা (৪.১১ লক্ষ টাকা বেশী) ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় সমীচীন হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষক্ষর মতে নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী হওয়ায় এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১৬.২। **কতিপয় অংগে প্রায় ১০০% অর্থ ব্যয় হলেও সে অনুপাতে বাস্তব কাজ না হওয়াঃ** প্রকল্পের অধীনে ১৭৭ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন, ৩৫টি পুরাতন পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন এবং ১৮৮ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করার সংস্থান ছিল। কিন্তু এ সমস্ত অংগে যথাক্রমে ১২০.২৪ কিঃমিঃ (৬৭.৯৩%), ৩০টি (৮৫.৭১%) এবং ১৭৭ কিঃমিঃ (৯৪.১৫%) এর বাস্তব কাজ করা হয়েছে। অথচ এ সমস্ত অংগে প্রায় সমুদয় অর্থ (৯৯%) ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষক্ষর মতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্থের সংকুলান না হওয়ায় বাস্তব কাজ ১০০% সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

১৬.৩। **ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানঃ** এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩২৭.৬০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২০৪২.০১ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২০৫৮.০০ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অব্যয়িত (২০৫৮.০০ - ২০৪২.০১) =১৫.৯৯ লক্ষ টাকা নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭। **সুপারিশ :**

১৭.১। জনবল খাতে অতিরিক্ত ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষক্ষর অনুমোদন সাপেক্ষক্ষ করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হল (অনুচ্ছেদ ১৬.১)।

১৭.২। প্রকল্পের কতিপয় অংগে সমুদয় অর্থ ব্যয় হলেও সে অনুপাতে বাস্তব কাজ করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে Price Escalation এর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.২)।

১৭.৩। প্রকল্পের আওতায় ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তা স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৬.৩)।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ৬টি বিভাগের ৩১টি জেলার ৪৩টি পৌরসভা।
২। নির্বাহী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫১৬৩৮.৬৪	৬৪৫৪০.৪১	৬৩২৭৩.৬২	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১০	১১৬৩৪.৯৮ (২২.৫৩%)	১ বছর (১৬.৬৭%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	একক	সংশোধিত অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক)	**নগর অবকাঠামো**					
১।	সড়ক পুনর্বাসন/নির্মাণ	কি:মি:	৫৩৮.০১	২০৪৪০.১০	৫৩৮.৬৩ (১০০.১১%)	২০৪৪৫.৫৭ (১০০.০৩%)
২।	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	থোক	-	১৬৭.১০	-	১৬৬.২০ (৯৯.৪৬%)
৩।	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫৬৩	১১৫৫.১০	৫৬১.৫০ (৯৯.৭৩%)	১১৫২.৫৫ (৯৯.৭৮%)
৪।	ড্রেনেজ নির্মাণ	কি:মি:	৩৫০	১২৮৩৪.০৩	২৮৩.৩২ (৮১%)	১২৮৭৮.৬৩ (১০০.৩৫%)
৫।	স্যানিটেশন					
	- টুইন পিট ল্যাট্রিন	সংখ্যা	৭১	১৩.১০	৭১ (১০০%)	২.৯৯ (২২.৮২%)
	- নর্দমার আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা চালুকরণ	সংখ্যা	৩	১২০.০০	৩ (১০০%)	১১৯.৬৭ (৯৯.৭২%)
	- পাবলিক টয়লেট	সংখ্যা	৩৩	৩০০.০০	৩৪ (১০৩.০৩%)	৩০২.৮৩ (১০০.৯৪%)
৬।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংখ্যা	১৩৪৫	১৫২২.৪৩	১৩৩০ (৯৮.৮৮%)	১৫১৬.১৩ (৯৯.৫৯%)
৭।	মিউনিসিপ্যাল ফ্যাসিলিটিজ	সংখ্যা	৪৩	৩৬৮৩.০০	৪৩ (১০০%)	৩৬১৮.৭৫ (৯৮.২৫%)
৮।	বসিত্ম উন্নয়ন	পরিবার	২৪৯০০	১৩৫০.০০	২৪৯০০ (১০০%)	১৩৪৯.৮১ (৯৯.৯৯%)
৯।	পানি সরবরাহ	থোক	-	৮৬৫.২০	-	৮৭১.২৪ (১০০.৭০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	একক	সংশোধিত অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(খ)	**আরবান গভর্ণেন্স উন্নয়ন**					
১০।	মাইক্রো-ক্রেডিট	পরিবার	২৪৯০০	৮০০.০০	২৪৯০০ (১০০%)	৮০০.০০ (১০০%)
১১।	কমিউনিটি পোভার্টি এ্যালিভিয়েশন	পরিবার	২৪৯০০	১৫৭২.৬০	২৪৯০০ (১০০%)	১৫৭১.২৭ (৯৯.৯১%)
১২।	প্রাতিষ্ঠানিক রিফর্ম এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং					
	- ৪৩টি শহরের জন্য MSU প্রশিক্ষণ	থোক	-	৩৬০.০০	-	৩৫৯.৯০ (৯৯.৯৯%)
	- UGIIP এর ৩০টি শহরের জন্য প্রশিক্ষণ	থোক	-	৪৫৭.৭০	-	৪৫৭.৬১ (৯৯.৯৮%)
	- UMSU ষ্টাফিং	জনমাস	৪৭০৪	৬১৬.২১	৪৭০৪ (১০০%)	৬১২.৭৬ (৯৯.৪৪%)
	- UMSU যন্ত্রপাতি/যানবাহন	সংখ্যা	২৭	১৫৯.৮১	২৭ (১০০%)	১৫৯.৮১ (১০০%)
	- UMSU অপারেটিং ব্যয়	থোক	-	১৮৭.০০	-	১৭৯.৩৭ (৯৫.৯২%)
(গ)	**দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন কাজের সহায়তা**					
১৩।	পরামর্শক সেবা					
	- MDS এবং ME	জনমাস	২২৬১.৪০	৩২৩১.৬৯	২২৬০ (৯৯.৯৪%)	৩২৩১.৬৯ (১০০%)
	- ফ্যাসিলিটেটর	জনমাস	১৪২৪	৪৭০.১৩	১৩৬৩.৫০ (৯৫.৭৫%)	৪৭০.১৩ (১০০%)
	- GPD পরামর্শক	জনমাস	৯৫.২৫	২৯৩.০০	৯৫ (৯৯.৯৯%)	২৯৩.০০ (১০০%)
	- PEM পরামর্শক	জনমাস	২২৮	১৫৫.১৮	২২৮ (১০০%)	১৫৫.১৮ (১০০%)
১৪।	ইনক্রিমেন্টাল অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়					
	- PMO ষ্টাফিং	জনমাস	২৫২০	৮৪৮.১৬	২৫২০ (১০০%)	৮৪৬.৭৬ (৯৯.৮৩%)
	- PIU ষ্টাফিং	জনমাস	৬৫৫২	৩৬৫৭.৩১	৬৫৫২ (১০০%)	৩৬৪৭.০৯ (৯৯.৭২%)
	- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি (PMO & PIU)	সংখ্যা	১৯৫	৮১০.৮৯	১৯৫ (১০০%)	৭৩৫.৫০ (৯০.৭০%)
	- অপারেটিং ব্যয় (PMO & PIU)	থোক	-	১১৯৬.২০	-	১১৯৫.৬৩ (৯৯.৯৫%)
	- Construction O & M Equipment	সংখ্যা	১৭৫	২৩৮২.৪৭	১৭৫ (১০০%)	২৩৭৮.৯৬ (৯৯.৮৫%)
১৫।	- Foreign Loan/IDC	থোক	-	২৮৯২.০০	-	১৭৫৬.৮২ (৬০.৭৫%)
	- Technical Assistance-Piggy	থোক	-		-	
	২০০৭ সালের বন্যা পুনর্বাসন					
১৬।	সড়ক (বন্যা পুনর্বাসন)	কি:মি:	১৮০	১৮২৬.০০	৫৮.২৯ (৩২.৩৮%)	১৩২৪.৩৮ (৭২.৫৩%)
১৭।	সেতু/কালভার্ট (বন্যা পুনর্বাসন)	মিটার	৭৫	১১২.০০	৭৫	৫.৬১

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	একক	সংশোধিত অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
					(১০০%)	(৫%)
১৮।	ড্রেন (বন্যা পুনর্বাসন)	কি:মি:	২	৫০.০০	২ (১০০%)	৪৩৬.৪৯ (৮৭২.৯৮%)
১৯।	অন্যান্য (বন্যা পুনর্বাসন)	থোক	-	১২.০০	-	২৩১.২৯ (১৯২৭.৪২%
	মোটঃ		**১০০%**	**৬৪৫৪০.৪১**	**৯৮.১৩%**	**৬৩২৭৩.৬২ (৯৮%)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের অধীনে ৬৬.৬৮ কিঃমিঃ ড্রেনেজ নির্মাণ, ১৫টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ১২১.৭১ কিঃমিঃ সড়ক (বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭) এর কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের মতে বন্যা-২০০৭ অংশে সড়ক পুনর্বাসনের জন্য যে প্রাক্কলন ডিপিপিতে দেওয়া হয়েছিল তা বিস্তারিত এবং যথাযথ সার্ভেপূর্বক দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে বিস্তারিত প্রাক্কলনের সময় সড়কের সাথে অতিরিক্ত ড্রেন, ক্রস ড্রেন, কালভার্ট, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় সড়ক (বন্যা পুনর্বাসন) অংশের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সড়কের সম্পূর্ণ অংশের পুনর্বাসন এবং কিছু ড্রেন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ

দেশের নগর জনসংখ্যা দৈনন্দিন বিশ্ময়কর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ছোট/বড় শহরগুলোতে নগর সার্ভিস ডেলিভারী উন্নয়নে সরকারী সহায়তা জরুরী হয়ে পড়েছে। পৌরসভাসমূহের সম্পদের স্বল্পতার কারণে পৌর এলাকার বর্ধিত চাহিদার আলোকে রাস্তাঘাট ও ড্রেন নির্মাণ, বাজার ও বাস টার্মিনাল উন্নয়ন, আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন ও পৌর সুবিধাদির ওপর আরো চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমান সুবিধাদির অবনতি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৌর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পৌরসভার সেবার চাহিদাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে ১৯৯০ সাল থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) শহরাঞ্চলের অবকাঠামো ও ভৌত সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে। এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায়, সুশাসনের অন্তর্নিহিত ইস্যুগুলোতে যথাযথভাবে নজর দিতে না পারলে বৈষয়িক অগ্রগতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। শহরগুলোতে দৈনন্দিন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অবকাঠামো উন্নয়ন খুবই অপ্রতুলতার দিক বিবেচনায় এনে ''নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ'' শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাংলাদেশের মাঝারী শহর/পৌরসভাসমূহের নগর সুপরিচালন এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে নিম্নোক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়ঃ

(ক) পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; (খ) অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশের অবক্ষয়ের ঝুঁকি (Vulnerability) হ্রাস, দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ; (গ) পৌর ব্যবস্থাপনায় ও পৌর সুবিধাদি প্রদানে সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৮। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ৬৪৫৪০.৪১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ২০০৩৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (এডিবি) ৪৪৫০২.০০ লক্ষ টাকা ।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

পরিকল্পনা কমিশনে গত ০২/০২/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক-একনেক সভায় প্রকল্পটি কতিপয় শর্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয়। প্রাক-একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ৫১৬৩৮.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৬৩৮.৬৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৬০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.১। প্রকল্প সংশোধনঃ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ১ বছর বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে, ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভার অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন, ব্যয় সমন্বয়, ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৫৪০.৪১ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০০৩৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৪৫০২.০০ লক্ষ টাকা) এবং জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে ১ম বার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩/১০/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কতিপয় অঙ্গের আন্তঃখাত সমন্বয়কল্পে ২৮/০৬/২০১০ তারিখে 'ডিপিইসি' সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী অনুমোদন করেন।

১০। **পরিদর্শন অংশঃ**

১০.১। **বান্দরবন জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। (ক) চন্দ্রঘোনা R&HD সড়কের বালাঘাটা বাজার থেকে আশ্রাফ আলী বাড়ী পর্যন্ত কভার স্লাবসহ ড্রেন পুনঃনির্মাণ (খ) ১৪২ মিটার	ক) ১০.৮০ খ) ১১.৩৮ গ) ১১.৩৮ ঘ) ১০০%	ক) ১৬/০৫/২০০৮ খ) ১৫/০৮/২০০৮	কভার ড্রেন স্লাবসহ ১৪২ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেনের outlet একটি খালের মাধ্যমে নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ড্রেনগুলো নির্মাণ কাজ সমেত্মাষজনক মনে হয়েছে। কিন্তু ড্রেনটি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ড্রেনগুলো পরিষ্কার রাখার বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিতে পারে।
২। (ক) সাংগু স্কুল থেকে রিম্বুক R&H সড়ক পর্যন্ত (ভায়া R&H ষ্টীল ব্রীজ) সড়ক মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (খ) ৪৮৭ মিটার	ক) ১৮.৬৬ খ) ১৮.২৯ গ) ১৮.২৯ ঘ) ১০০%	ক) ০১/০২/২০০৮ খ) ৩০/০৪/২০০৮	সড়কটির প্রশস্ততা ৮ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৪৮৭ মিটার। সড়কটির স্থানে স্থানে সোল্ডার ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়। তাছাড়া ২/১টি জায়গায় রাস্তার উপর দিয়ে বসতবাড়ীতে ব্যবহৃত পানি প্রবাহিত হওয়ায় ঐ স্থানগুলোর কার্পেটিং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সড়কটির সোল্ডার রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৩। (ক) চন্দ্রঘোনা R&H রোড থেকে বালাঘাটা বাজার সড়কের ডানদিকে ড্রেন ও ফুটপাথ পুনঃনির্মাণ (খ) ২১০ মিটার	ক) ৫.৪৬ খ) ৫.৪৬ গ) ৫.৪৬ ঘ) ১০০%	ক) ০১/০১/২০০৮ খ) ৩১/০৩/২০০৮	সড়কের ডানপাশে ৪ ফুট চওড়া ড্রেন এবং উপরে আরসিসি স্লাব দিয়ে ফুটপাথ তৈরী করা হয়েছে। ২০০৮ সালে নির্মিত এ ড্রেন ও ফুটপাথ বর্তমানে ভাল অবস্থায় দেখা যায়।

১০.২। **রাঙ্গামাটি জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। (ক) আমিনী পাহাড়ে সিসি সড়ক নির্মাণ (খ) ৩০০ মিটার	ক) ৯.০৯ খ) ৯.০৯ গ) ৯.০৯ ঘ) ১০০%	ক) ২২/০৪/২০০৯ খ) ২৯/০৬/২০০৯	পাহাড়ের পাশ দিয়ে এ সিসি সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে যার প্রশস্ততা স্থানভেদে ৬ ফুট হতে ১০ ফুট। তাছাড়া সড়কটির Protection হিসেবে প্রায় ২০০ মিটার সড়কে গাইড ওয়াল দেওয়া হয়েছে।
২। (ক) রিজার্ভ বাজার মেইন রোড ও ব্রাঞ্চ রোডের মেরামত, প্রশস্তকরণ এবং পুনর্বাসন (খ) ১.০৬৬ কি.মি.	ক) ২৬.৯৫ খ) ২৭.১০ গ) ২৭.১০ ঘ) ১০০%	ক) ৩১/১২/২০০৮ খ) ০১/০৪/২০০৯	বাজারের প্রধান সড়ক থেকে বাজারের ভিতরে ১.০৬ কি.মি. সড়ক পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এর প্রশস্ততা ১৮ ফুট। সড়কটিতে ড্রেনের সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে সড়কটি ভাল অবস্থায় দেখা গেছে।
৩। (ক) রিজার্ভ বাজার কিচেন মার্কেট রোড মেরামত এবং পুনর্বাসন (খ) ১৫১ মিটার	ক) ৬.৯৪ খ) ৬.৯৪ গ) ৬.৯৪ ঘ) ১০০%	ক) ৩১/১২/২০০৮ খ) ০১/০৪/২০০৯	রিজার্ভ বাজারে অবস্থিত কিচেন মার্কেটে যাতায়াত সুবিধার জন্য বাজারের মধ্যে ১৫১ মিটার সড়ক পুনর্বাসন করা হয়েছে। সড়কটি বাজারের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ময়লা আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায়। এতে সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে।

১০.৩। **নরসিংদী জেলাঃ** এ জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩টি নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। নরসিংদী পৌর বাস টার্মিনালের সামনে মদনগঞ্জ সড়ক ও ঢাকা নরসিংদী সড়কের ক্রসিংয়ে ট্রাফিক আইল্যান্ড, সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ঝর্ণা স্থাপন	ক) ৩৭.৯২ খ) ৯১.৯১ গ) ৯১.৯১ ঘ) ১০০%	ক) ২২/১০/২০০৯ খ) ২১/০২/২০১০	ঢাকা নরসিংদী ও মদনগঞ্জ নরসিংদী সড়কের ক্রসিংয়ে পৌর বাস টার্মিনালের সামনে বৃত্তাকার একটি ট্রাফিক আইল্যান্ড এবং আইল্যান্ডে ঝর্ণা স্থাপনের কাজ করা হয়েছে। তাছাড়া আইল্যান্ডের চারপাশে রাস্তা প্রশস্তকরণসহ প্রবেশ পথে ছোট ছোট আইল্যান্ড দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে যা যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে যথেষ্ট সহায়ক ভুমিকা রাখছে।
২। সালিদায় পৌর বাস টার্মিনাল ভবন উন্নয়ন	ক) ১৯১.৫৯ খ) ১৯৯.৯৯ গ) ১৯৮.৮০	ক) ০১/০১/২০০৬ খ)	সালিদা এলাকায় পৌর বাস টার্মিনাল ভবন (দ্বিতল বিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস টার্মিনাল চত্বর এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় ড্রেনেজ সিস্টেম

	ঘ) ১০০%	৩০/০৬/২০০৬	এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। বাস টার্মিনালটি পূর্ণমাত্রায় চালু না হওয়ায় নির্মিত ভবনটিও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া টার্মিনাল ভবনটি অপরিষ্কার দেখা গেছে। পৌর কর্তৃপক্ষ ভবনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে পদক্ষক্ষপ নিতে পারে।
৩। কালিবাড়ি সড়কের ভিলেনগড় বাজার হতে পৌর বাউন্ডারী পর্যন্ত আরসিসি ইউ-ড্রেন নির্মাণ খ) ৪০০ মিটার	ক) ৪৩.৮৮ খ) ৪৪.১৮ গ) ৪৪.১৮ ঘ) ১০০%	ক) ২৬/১১/২০০৯ খ) ২৭/০২/২০১০	কালিবাড়ি সড়ক থেকে পৌর বাউন্ডারী পর্যন্ত ৪০০ মিটার (দুইপার্শ্বে) ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেনগুলোর উপর ঢাকনা (cover) বসানো হয়েছে। ফলে এটি ফুটপাত হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কার্যাদেশে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ড্রেনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক।

১০.৩ **আরবান গভর্ণেন্স উন্নয়ন কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়ন (Capacity building) UGIIP-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। UGIIP Urban Management Support Unit (UMSU) এর মাধ্যমে UMSU কর্তৃক প্রণীত Standard প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহের দ্বারা প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের সামর্থ্য উন্নয়নে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। UMSU এর উক্ত প্রমিত প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ হলঃ Computerization and improvement of (i) Tax records; (ii) Water suply records; (iii) Accounts records; (iv) Trade license management এবং (v) Non-motorized vehicles management. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জনবলকে মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কর, পানির বিল ও হিসাবরক্ষণে সফ্টওয়ারসহ প্রারম্ভিক ও পরিচালনা সংক্রান্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোতে কম্পিউটার মুদ্রিত বিল সরবরাহ ও ব্যাংক এর মাধ্যমে উক্ত বিলের অর্থ গ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে। হোল্ডিং করের বিল ও পৌরসভার আয়-ব্যয় বিবরণী কম্পিউটার এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও মুদ্রণের কারণে সেগুলোর সঠিক ও দ্রুততার সাথে নিয়মিত প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, ট্রেড লাইসেন্স ও অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম্পিউটারভিত্তিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্প মেয়াদকালে সংশোধিত এডিপি'র মাধ্যমে মোট ৬৪৯০৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০১৭৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৪৪৭৩১.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত হয়েছে ৬৩৯২৯.৫১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৩২৭৩.৬২ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৮%। জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। নিম্নে প্রকল্পের অনুকূলে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত বরাদ্দ			অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য	
২০০৩-২০০৪	১৫৩৫.০০	৩৩৫.০০	১২০০.০০	১৫৩৪.৫০	১৩৯০.৬৮	২৯৪.৬৯	১০৯৫.৯৯	১৪৩.৮২
২০০৪-২০০৫	৩৩১৩.০০	৫৫০.০০	২৭৬৩.০০	৩৩০৯.৩৩	৩২৩২.৮৩	৪৬৯.৮৩	২৭৬৩.০০	৭৬.৫০
২০০৫-২০০৬	৮৪০০.০০	১৭০০.০০	৬৭০০.০০	৮৩৮০.২৭	৮৩৯৩.৮৪	১৭৬৭.৬৯	৬৬২৬.১৫	-১৩.৫৭
২০০৬-২০০৭	৭০০০.০০	২০০০.০০	৫০০০.০০	৬৯৯১.৬৮	৬৮১২.৮০	১৮২১.১৩	৪৯৯১.৬৭	১৭৮.৮৮
২০০৭-২০০৮	১২৫০০.০০	৫০০০.০০	৭৫০০.০০	১২৪৫৭.৯৬	১২৪৮৭.১১	৫০২৯.১৫	৭৪৫৭.৯৬	-২৯.১৫
২০০৮-২০০৯	৯১৯৩.০০	২২৫০.০০	৬৯৪৩.০০	৯১৯২.৩৪	৯১০৫.৮৭	২১৬৩.৪৯	৬৯৪২.৩৮	৮৬.৪৭
২০০৯-২০১০	২২৯৬৫.০০	৮৩৪০.০০	১৪৬২৫.০০	২২০৬৩.৪৩	২১৮৫০.৪৯	৮১১৯.৩৩	১৩৭৩১.১৬	২১২.৯৪
মোটঃ	**৬৪৯০৬.০০**	**২০১৭৫.০০**	**৪৪৭৩১.০০**	**৬৩৯২৯.৫১**	**৬৩২৭৩.৬২**	**১৯৬৬৫.৩১**	**৪৩৬০৮.৩১**	**৬৫৫.৮৯**

সূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)।

উপরের সারণী হতে দেখা যায়- বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৬৪৯০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও ৬৩৯২৯.৫১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৬৩২৭৩.৬২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের অনুকুলে মোট ৬৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১২। সুবিধাভোগীদের মতামতঃ

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পৌরসভায় বসবাসকারীগণ এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বেশ কিছু পৌরসভায় সড়ক পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেনেজ নির্মাণ, ল্যাট্রিন নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, নলকূপ স্থাপনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পৌরসভায় বসবাসকারী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে উন্নতি লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে আর্থিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে। শ্রমজীবি ও কর্মজীবি নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ড্রেন নির্মাণের ফলে পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে শহরে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে গেছে। পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জানান যে, প্রোগ্রাম সূচনার পর থেকে পৌরসভার দৈনদিন কাজের মানে গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, পৌরকর, পানি শাখার রাজস্ব আয়/আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, হিসাব-নিকাশে পূর্বাপেক্ষা স্বচ্ছতা এসেছে, হিসাব পদ্ধতির (ডাবল্ এন্ট্রি একাউন্টস্) প্রচলন শুরু করা সম্ভব হয়েছে, কাজের সময় ও কর্মঘন্টার সাশ্রয় হয়েছে, পূর্ত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। 'নগর সমন্বয় কমিটি' ও 'ওয়ার্ড কমিটি' গঠনের ফলে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পৌর কাজে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ২ জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন নিয়োগ হয়েছিল। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের নাম ও দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল উল্লেখ করা হলঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালন মেয়াদকাল	দায়িত্ব পালনের মোট সময়
১।	জনাব এ.বি.এম. আশরাফুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী	২৭/০৪/২০০৪ হতে ২২/০৫/২০০৮	৪ বছর ১ মাস
২।	জনাব এস. কে. আমজাদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	২২/০৫/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১০	২ বছর ১ মাস

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত ফলাফল
ক) পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার জনসাধারণের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পৌর জনগণের সাথে পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধাগুলো সম্পর্কে জনগণের নিকট তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। মহিলারা তাদের সুবিধামত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারছে এবং স্পষ্টভাবে তাদের দাবী উত্থাপন করতে পারছে। পৌর ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে TLCC, WLCC, GESC পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
খ) অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশের অবক্ষয়ের ঝুঁকি (Vulnerability) হ্রাস, দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ, স্বল্পমূল্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পৌর অন্যান্য সুবিধা যেমন- মার্কেট নির্মাণ, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, ফুটপাথ নির্মাণ, পানি সরবরাহ ও বস্তি উন্নয়নের ফলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। গরীব জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি প্যাকেজের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পৌরসভাগুলো অনেকাংশে আধুনিকায়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
গ) পৌর ব্যবস্থাপনায় ও পৌর সুবিধাদি প্রদানে সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।	পৌরসভার অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধাদির উন্নয়নের ফলে শহরে বসবাসকারী গরীব ও মহিলাদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নারীদের আবাসিকভাবে বিভিন্ন শৈল্পিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ প্রকল্পের অধীনে ৬৬.৬৮ কিঃমিঃ ড্রেনেজ নির্মাণ, ১৫টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ১২১.৭১ কিঃমিঃ সড়ক (বন্যা পুনর্বাসন-২০০৭) এর কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

১৬। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৬.১। **ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা** : অনুমোদিত প্রকল্পে বন্যা পুনর্বাসন ২০০৭-এ ২ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণের জন্য ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে ২ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ বাবদ ৪৩৬.৪৯ লক্ষ টাকা (৮৭২.৯৮%) ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ বাবদ ব্যয় ২১৮.২৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া অন্যান্য (বন্যা পুনর্বাসন) নামক অংগে থোক হিসেবে ১২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ২৩১.২৯ লক্ষ টাকা (১৯২৭.৪২%) ব্যয় করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা কোন খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৬.২। **পিসিআর-এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদানঃ** প্রকল্পের আওতায় ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৮৩৮০.২৭ ও ১২৪৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হলেও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৮৩৯৩.৮৪ ও ১২৪৮৭.১১ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে দুইটি অর্থবছরে অবমুক্তকৃত মোট অর্থের চেয়ে পিসিআর-এ ৪২.৭২ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের উৎস/যোগান কিভাবে হয় সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

১৬.৩। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run) :** প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ৫১৬৩৮.৬৪ লক্ষ টাকা থেকে ২ বার সংশোধনপূর্বক ৬৪৫৪০.৪১ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৬৩৪.৯৮ লক্ষ টাকা (২২.৫৩%)। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে যথাযথভাবে সার্ভেপূর্বক ভৌত কাজের পরিমাণ ও ব্যয় প্রাক্কলন না করা হলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১৬.৪। **ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদান** : প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৬৪৫৪০.৪১ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৬৩২৭৩.৬২ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৬৩৯২৯.৫১ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত ৬৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা (৬৩৯২৯.৫১ লক্ষ টাকা - ৬৩২৭৩.৬২ লক্ষ টাকা) নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংস্থার নিকট থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৭। **সুপারিশঃ**

১৭.১। প্রকল্পের বিভিন্ন অংগে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় শৃংখলা পরিপন্থী । ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের শৃংখলা পরিপন্থী কাজ না করার জন্য সংস্থাসমূহকে স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৬.১)।

১৭.২। পিসিআর-এ ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে মোট অবমুক্তকৃত অর্থের চেয়ে ৪২.৭২ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের যোগান কিভাবে হল স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৬.২)।

১৭.৩। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ১১৬৩৪.৯৮ লক্ষ টাকা (২২.৫৩%) ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার। তাছাড়া প্রকল্প প্রণয়নের সময় যথাযথ সার্ভেপূর্বক ভৌত কাজের পরিমাণ ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৬.৩)।

১৭.৪। প্রকল্পের আওতায় ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তা স্থানীয় সরকার বিভাগ যাচাই করে দেখতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪)।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সেতু নির্মাণ (সাবেক নেদারল্যান্ড সহায়তায় ওরেট কর্মসূচীর আওতায় পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ)-২য় সংশোধিত (সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ ।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮৭২২.০০	১৭০৫৫.৯১	১৭০২০.৫৫	১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০২-২০০৩	১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৮-২০০৯	১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৯-২০১০	-	৭ বছর (১৪০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	থোক	১২০.০০	থোক	১১৯.২৫ (৯৯.৩৭%)
২.	জনবল	সংখ্যা	২০	১১৩.৯৬	২০ (১০০%)	১১৩.৬০ (১০০%)
৩.	ব্রীজ নির্মাণ	মিটার	৯৫৯৫	১৬৬৮১.৪৫	১০১৫০ (১০৫.৭৮%)	১৬৬৭১.৯৮ (৯৯.৯৪%)
৪.	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৭.৫০	৩০.০০	৭.৫০ (১০০%)	৩০.০০ (১০০%)
৫.	পরামর্শক	থোক	থোক	১০০.০০	থোক	৭৭.২৯ (৭৭.২৯%)
৬.	সম্পদ সংগ্রহ	থোক	থোক	১০.৫০	থোক	৮.৪৩ (৮০.২৮%)
	মোটঃ		**১০০%**	**১৭০৫৫.৯১**	**১০০%**	**১৭০২০.৫৫** (৯৯.৭৯%)

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** দেশের গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, উৎপাদনশীল ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কৌশলের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন

সড়কসমূহের অবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর অংশ হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সেতু নির্মাণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ
অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজারগুলির সাথে সড়ক নেটওয়ার্কের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** নেদারল্যান্ডস সরকারের ওরেট কর্মসূচীর আওতায় পল্লী অঞ্চলের উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়কসমূহে পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ হতে ২০০৩ মেয়াদে মোট ১৮৭২২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২২২২.০০ লক্ষ টাকা এবং নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদান ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১০/০২/১৯৯৯ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত পিসিপি'র উপর গত ১৭/০৬/১৯৯৯ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৭/১৯৯৯ তারিখে পিপি অনুমোদিত হয়। অনুমোদন পরবর্তীতে প্রকল্পটি দুই বার সংশোধন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১ম সংশোধনঃ নেদারল্যান্ড সহায়তায় ওরেট কর্মসূচীর আওতায় অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত হওয়ায় Mode of Financing অপরিবর্তিত রেখে নির্মিত সেতুসমূহের Sub Structure চলাচল উপযোগী করার জন্য Steel Superstructure-এর পরিবর্তে RCC ডেক নির্মাণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্রীজগুলো ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে গত ১৩/০২/২০০৩ তারিখের ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ২৯/০৭/২০০৩ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি মোট ২০২২২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩৭২২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৯৯৮-২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

২য় সংশোধনঃ গত ০৯/০৭/২০০৩ তারিখে হার্ডটার্ম লোন ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ষ্টীল ব্রীজের পরিবর্তে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে Concrete ব্রীজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে ''DFID সহায়তায় স্টীল বেইলী ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক অপর একটি প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি (২৫৩৫ মিঃ) সেতুর SubStructure নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কিন্তু DFID থেকে বেইলী মালামাল পাওয়া না যাওয়ায় এ সমস্ত ব্রীজ চলাচলযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ওরেট কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এবং ''DFID সহায়তায় স্টীল বেইলী ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় যে সকল ব্রীজের SubStructure নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর Superstructure- এর কাজ RCC Deck দ্বারা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ''নেদারল্যান্ডস সহায়তায় ওরেট কর্মসূচীর আওতায় পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ স্থানীয় মুদ্রায় ''উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সেতু নির্মাণ (সাবেক নেদারল্যান্ডস সহায়তায় ওরেট কর্মসূচীর আওতায় পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ)-২য় সংশোধিত'' শিরোনামে ১৯৯৮-২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৫৯৯৫.০০ লক্ষ টাকায় (সম্পূর্ণ জিওবি) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সে লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০০৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি গত ২৬/০৪/২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১০-এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ২৬/০৩/২০১১ তারিখে যশোর, ২৭/০৩/২০১১ তারিখে ঝিনাইদহ, ২৮/০৩/২০১১ তারিখে মাগুরা, ০৬/০৪/২০১১ তারিখে ময়মনসিংহ, ০৭/০৪/২০১১ তারিখে টাংগাইল, ০৮/০৪/২০১১ তারিখে গাজীপুর, ২৭/০৪/২০১১ তারিখে রাজশাহী এবং ২৮/০৪/২০১১ তারিখে নওগাঁ জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশেষণ ও পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম ও দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
যশোর জেলা			
১। ঝুমঝুমপুর-বারান্দিপাড়া সড়কে ভৈরব নদীর উপর ২০.১৬ মিটার দীর্ঘ ব্রীজের অতিরিক্ত পায়ারসহ আরসিসি সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ (সদর উপজেলা)	ক) ২১.২৯ খ) ২৭.২২ গ) ২৭.১২ ঘ) ১০০%	ক) ০১/০২/২০০৬ খ) ০১/০৮/২০০৬ গ) মেসার্স রুহুল আমিন	গুরুত্বপূর্ণ এ ব্রীজটির কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে। এলজিইডি'র মেইনটেনেন্স প্রকল্পের আওতায় ব্রীজের উভয় পার্শ্বে ১৭৩ মিটার সংযোগ সড়কে মাটি ভরাট করা হয়েছে এবং মাটি সংরক্ষণ ও মজবুতকরণের জন্য টার্ফিং করা হয়েছে। কিন্তু প্যালাসাইডিং ওয়াল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় বর্ষার সময় পানির তোড়ে মাটি ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ঝুমঝুমপুর বটতলা হতে বারান্দিপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১ কিঃমিঃ সড়কে প্রচুর গর্ত (Pot-hole) ও ভাঙ্গা থাকায় তা চলাচলের অযোগ্য দেখা গেছে।
ঝিনাইদহ জেলা			
২। মির্জাপুর-রতনপুর সড়কে কালিগঙ্গা নদীর উপর ১১২.৫৭ মিটার দীর্ঘ ব্রীজের আরসিসি সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ (শৈলকুপা উপজেলা)	ক) ৭৪.০৯ খ) ৮৫.৯২ গ) ৮৫.৫৫ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/১২/২০০৫ খ) ৩১/০৫/২০০৭ গ) মোঃ মিজানুর রহমান	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট এ গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজটি মির্জাপুর-রতনপুরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। ব্রীজটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য ১৯/০৩/২০০২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কাজ সমাপ্ত করা হয় ১৭/০৭/২০০২ তারিখে। সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণে ২৬.০৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৫.৯৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে সুপার-স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
৩। পাখিমারা বাজার-রঘুনাথপুর সড়কে কুমার নদীর উপর ১০৩.৪৩ মিটার ব্রীজের অতিরিক্ত পায়ারসহ আরসিসি সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ (হরিনাকুন্ডু উপজেলা)	ক) ৬৭.৮৫ খ) ৮১.১৭ গ) ৮১.১৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/০২/২০০৬ খ) ৩০/০৭/২০০৭ গ) মোঃ মিজানুর রহমান	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট ব্রীজটির প্রশস্ততা ১৮ ফুট এবং দু'পাশে হুইলগার্ডসহ ২৮ ইঞ্চি চওড়া ফুটপাথ রয়েছে। ব্রীজটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য ৩১/১২/২০০২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কাজ সমাপ্ত করা হয় ০৩/০৭/২০০৩ তারিখে। সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণে ২৮.৩৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৮.২৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ব্রীজটির সুপার-স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
মাগুরা জেলা			
৪। গাংনালিয়া বাজারের নিকট কুমার নদীর উপর ১৪৭.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (শ্রীপুর উপজেলা)	ক) ১৩৩.৩২ খ) ৫৪.২৭ গ) ৫৪.২৭ ঘ) ১০০%	ক) ০১/০৬/২০০৫ খ) ৩০/০৬/২০০৫ গ) মেসার্স ইসলাম এন্ড সন্স	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট এ ব্রীজটির নির্মাণ কাজ প্রকৃতপক্ষে ৩০/১১/২০০৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। নির্মিত ব্রীজটির একপ্রান্তে ১৫০ মিটার সড়ক এবং অন্য প্রান্তে ৩৫০ মিটার সড়ক কাঁচা থাকায় সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে বৃহৎ

			ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) অসমাপ্ত কাজ ডিপিপি বহির্ভূতভাবে এ প্রকল্প থেকে সমাপ্ত করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ জেলা			
৫। চান্দের বাজার-ধামোর সড়কে আখিলা নদীর উপর ৩৭.২২ মিটার ব্রীজ নির্মাণ (ফুলবাড়িয়া উপজেলা)	ক) ৪২.৯১ খ) ৪৬.১১ গ) ৪৬.১১ ঘ) ১০০%	ক) ২৩/০৭/২০০৫ খ) ২৩/১২/২০০৫ গ) -	চার স্প্যান বিশিষ্ট এ গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজটি নির্মিত হওয়ায় মধ্যবাজার ও চান্দের বাজারে মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। অসমাপ্ত এ ব্রীজের অতিরিক্ত পায়ারসহ আরসিসি সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য গত ২৩/০৭/২০০৫ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ২৪.৯৬ লক্ষ টাকা চুক্তিকৃত হয়। পরবর্তীতে ২৮.৪৮ লক্ষ টাকায় সংশোধন সাপেক্ষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য ১৮.৫৬ লক্ষ টাকা চুক্তি ও ১৭.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।
টাংগাইল জেলা			
৬। টাংগাইল-সুরুজ সড়কে লোহজং নদীর উপর দীর্ঘ ১৯৮.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ	ক) ৬৭৭.৬১ খ) ৬৩৯.১৯ গ) ৬৩৯.১৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/০১/২০০৯ খ) ১৪/০১/২০১১ গ) WGMEC-LC (JV)	নির্মিত দীর্ঘ এ ব্রীজটিতে ৯টি স্প্যান যার প্রতিটি ২২ মিটার (৯০০ মিলিমিটার ডায়া), ৬০টি পাইল (প্রতিটির দূরত্ব ৩১.৫০-৩৫.০৯ মিটার), ১৩৩.০৫ মিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক এবং ২১৫৩.৩৬ স্কয়ার মিটার স্লোপ প্রটেকশনের কাজ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজন মনে হয়েছে। তবে ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়েছে।
গাজীপুর জেলা			
৭। বড়ইপাড়া-চান্দাবহ সড়কের চান্দাবহ খালের উপর দীর্ঘ ৯৪.৭৯ মিঃ ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ (কালীগঞ্জ উপজেলা)	ক) ৬৪.৮০ খ) ৭৭.২৯ গ) ৭৭.২৮ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/০৮/২০০৮ খ) ২০/০১/২০০৮ গ) মেসার্স ওরিয়েন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	চার স্প্যান বিশিষ্ট দীর্ঘ ৯৪.৭৯ মিটার এ ব্রীজটির কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে। তবে ব্রীজটির একপ্রান্তে এলজিইডি'র চলমান একটি প্রকল্প থেকে ১৫০ মিটার (ব্রীজের এ্যাপ্রোচসহ) সড়ক উন্নয়নের কাজ চলছে, যা নির্মিত ব্রীজটির এবার্টমেন্ট পর্যন্ত। এ অংশটুকুর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগ হবে। এছাড়া ব্রীজটির অন্যপ্রান্তে প্রায় ১২০০০ মিটার সড়ক কাঁচা রয়েছে।
৮। চাপুলিয়া ক্ষুদে বর্মী সড়কে মহাল ঘাটে দীর্ঘ ৪৭.৭২ মিটার ব্রীজের আরসিসি সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ (সদর উপজেলা)	ক) ১৮.৬৬ খ) ২১.৩৮ গ) ২১.৩৮ ঘ) ১০০%	ক) ২৭/০৮/২০০৬ খ) ৩০/১১/২০০৬ গ) মেসার্স হ্যাভেন এন্টারপ্রাইজ	নির্মিত তিন স্প্যান বিশিষ্ট ব্রীজটির কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে। তবে ব্রীজটির একপ্রান্তে এলজিইডি'র চলমান একটি প্রকল্প থেকে এ্যাপ্রোচ সড়কসহ প্রায় ৫০ মিটার সিসি ব্লক দ্বারা প্রটেকটিভ ওয়ার্ক করা হয়েছে এবং অপরপ্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়কটি চলমান প্রকল্প থেকে উন্নয়নের কাজ চলছে কিন্তু এ অংশে কোন প্রটেকটিভ ওয়ার্ক করা হয়নি। ফলে পানির তোড়ে তা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জনসাধারণের মতে, এ নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, এ অংশের প্রটেকটিভ ওয়ার্ক করার জন্য অচিরেই প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
রাজশাহী জেলা			
৯। নাখরাজী ফেরীঘাট সড়কে বামৈই নদীর উপর	ক) ১৬৫.০১ খ) ১৬৫.০১	ক) ২৩/০৫/২০০৫ খ) ২৩/০১/২০০৬	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট এ ব্রীজটি ১৮ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও

৭৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (মোহনপুর উপজেলা)	গ) ১৬৩.৫৪ ঘ) ১০০%	গ) কেএইচ শাহীন আহম্মেদ	গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) প্রকল্প (এলবিসি) থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। এলবিবি প্রকল্প থেকে ১১৬.১১ লক্ষ টাকা এবং সমাপ্ত এ প্রকল্প থেকে ৪৭.৪৩ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৬৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্রীজটির দু'পাশে এবার্টমেন্ট সংলগ্ন এ্যাপ্রোচ-এর মাটি ধসে গেছে, যা মেরামত প্রয়োজন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়েছে।
১০। সুন্দলপুর কাঁঠালবাড়িয়া ঘাটে জোহাখালী নদীর উপর ৪৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (পবা উপজেলা)	ক) ৯৯.৮৯ খ) ৯৫.৯০ গ) ৩৬.৫৭ ঘ) ৪০%	ক) ০৯/১১/২০০৫ খ) ১৫/০৮/২০০৬ গ) এম/এস তুষার কন্সট্রাকশন	এটি একটি ডিপিপি বহির্ভূত ব্রীজ। এ ব্রীজটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) প্রকল্প (এলবিসি) থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। ব্রীজটির ২টি পিলার, একপাশে ১৬টি ও অন্যপাশে ৬টি পাইল করা হয়েছে। কিন্তু সুপার-স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়নি। একেবারে রাস্তার সাথে ব্রীজটির এবার্টমেন্ট লাগানো। এতে ব্রীজ থেকে রাস্তায় গাড়ী ঘোরাতে খুবই কষ্ট হয়। এলবিবি প্রকল্প থেকে ৩২.০১ লক্ষ টাকা এবং সমাপ্ত এ প্রকল্প থেকে ৪.৫৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ৩৬.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অসমাপ্ত এ ব্রীজটি নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৪৯.৮৫ লক্ষ টাকার সংস্থার রাখা হয়েছে (ডিপিপি'র পৃষ্ঠা-১৮, ক্রমিক নং-৯৯)।
১১। কুপাকান্দি সড়কে জোহাখালী নদীর উপর ৬০.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (পবা উপজেলা)	ক) ১০২.১৯ খ) ১০৫.২০ গ) ১০৫.১১ ঘ) ১০০%	ক) ১১/০৯/২০০৬ খ) ৩১/০৫/২০০৭ গ) এম/এস রাইজিং কন্সট্রাকশন	এ ব্রীজটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) প্রকল্প (এলবিসি) থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। ব্রীজটির নির্মাণ কাজ ৩১/০৫/২০০৭ তারিখ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে নির্মাণ কাজ ২০১০ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। ব্রীজটির দুপাশে সিসি ব্লক দ্বারা প্রটেকটিভ ওয়ার্ক করা হয়েছে। এলবিবি প্রকল্প থেকে ১৮.৭২ লক্ষ টাকা এবং সমাপ্ত এ প্রকল্প থেকে ৮৬.৩৯ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০৫.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়েছে।
নওগাঁ জেলা			
১২। ভগপাড়া সড়কে সরস্বতীঘাটে ছোট যমুনা নদীর উপর ২০০.২২৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (বদলগাছী উপজেলা)	ক) ৩৫০.৬৭ খ) ৩৯৯.৭২ গ) ৩৯৯.৬৬ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/০৬/২০০৮ খ) ১০/০৭/২০০৯ গ) এস এন্ড এফ জেভিঃ	সেতুটিকে রক্ষার জন্য নদীর দু'পাড়ে সেতুর উভয় পাশে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে। তবে দু'একটি জায়গায় সিসি ব্লক দেবে গেছে। রাস্তার উপর থেকে পানি সিসি ব্লকের নীচ দিয়ে গড়ে পড়ায় সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়ে ব্লকগুলো দেবে গেছে। দীর্ঘ এ ব্রীজটির প্রশস্ততা ১৮ ফুট এবং দু'পাশে হুইলগার্ডসহ ২৭ ইঞ্চি চওড়া ফুটপাথ রয়েছে। ব্রীজটির নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩। BWDB বাঁধ হতে ত্রিমোহনী সড়কে ছোট যমুনা নদীর উপর ১০০.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (অবশিষ্ট কাজ) (সদর উপজেলা)	ক) ৬১.১৭ খ) ৮৩.৯৬ গ) ৮৩.৯৫ ঘ) ১০০%	ক) ১৬/০৬/২০০৮ খ) ০৬/১২/২০০৯ গ) মোঃ আনিছুর রহমান	পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট এ ব্রীজটির দু'পাশে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মিত না হওয়ায় সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্রীজটির কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।
১৪। মুক্তারপাড়া ত্রিমোহনী সড়কে ছোট যমুনা নদীর উপর ১০২.৭৮৪ মিটার ব্রীজের এ্যাপ্রোচ সড়ক স্লোপ প্রটেকশন দ্বারা উন্নয়ন (সদর উপজেলা)	ক) ১৩.৩৯ খ) ১০.৯০ গ) ১০.৮৪ ঘ) ১০০%	ক) ১১/০২/২০০৮ খ) ২৬/০২/২০০৯ গ) মোঃ ফজলুল হক	ডিপিপিতে এ ব্রীজটির সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণের সংস্থান থাকলেও এ প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র ব্রীজের এ্যাপ্রোচ সড়ক স্লোপ প্রটেকশন দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। তাহলে দীর্ঘ এ ব্রীজটির সুপার স্ট্রাকচার অন্য কোন প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপিপি বহির্ভূতভাবে এ্যাপ্রোচ সড়কের স্লোপ প্রটেকশন দ্বারা উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭০২০.৫৫ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১৯৯৯-২০০০	১৮.২৯	১৮.২৯	-	১৮.২৯	১৮.২৯	১৮.২৯	-	-
২০০০-২০০১	২৫১.২৫	২৫১.২৫	-	২৫১.২৫	২৫১.২৫	২৫১.২৫	-	-
২০০১-২০০২	৫১৫.২২	৫১৫.২২	-	৫১৫.২২	৫১৫.২২	৫১৫.২২	-	-
২০০২-২০০৩	৩৯৮.৮৬	৩৯৮.৮৬	-	৩৯৮.৮৬	৩৯৮.৮৬	৩৯৮.৮৬	-	-
২০০৩-২০০৪	৭৫০.৭৯	৭৫০.৭৯	-	৭৫০.৭৯	৭৫০.৭৯	৭৫০.৭৯	-	-
২০০৪-২০০৫	৭৪৭.২৪	৭৪৭.২৪	-	৭৪৭.২৪	৭৪৭.২৪	৭৪৭.২৪	-	-
২০০৫-২০০৬	১৯৯৪.৯০	১৯৯৪.৯০	-	১৯৯৪.৯০	১৯৯৪.৯০	১৯৯৪.৯০	-	-
২০০৬-২০০৭	১৮৫১.৭৫	১৮৫১.৭৫	-	১৮৫১.৭৫	১৮৫১.৭৫	১৮৫১.৭৫	-	-
২০০৭-২০০৮	২০৭৮.৫০	২০৭৮.৫০	-	২০৭৮.৫০	২০৭৮.৫০	২০৭৮.৫০	-	-
২০০৮-২০০৯	৩৯৬৫.৪০	৩৯৬৫.৪০	-	৩৯৬৫.৪০	৩৯৬৫.৪০	৩৯৬৫.৪০	-	-
২০০৯-২০১০	৪৪৪৮.৩৫	৪৪৪৮.৩৫	-	৪৪৪৮.৩৫	৪৪৪৮.৩৫	৪৪৪৮.৩৫	-	-
মোটঃ	১৭০২০.৫৫	১৭০২০.৫৫	-	১৭০২০.৫৫	১৭০২০.৫৫	১৭০২০.৫৫	-	-

১১। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** প্রকল্প এলাকার স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্রীজ/কালভার্টের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়ত সহজতর হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণ জানান।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১০) পর্যায়ক্রমে ৬ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	পূর্ণকালীন	-	০১/১১/১৯৯৮	০৮/০৮/২০০৭
জনাব হায়দার আলী	পূর্ণকালীন	-	০৮/০৮/২০০৭	০৭/০১/২০০৯
জনাব মোঃ নাজমুল আলম	পূর্ণকালীন	-	০৭/০১/২০০৯	২৫/০৩/২০০৯
এস.এ. মতিউর রহমান	পূর্ণকালীন	-	২৫/০৩/২০০৯	০৮/০৯/২০০৯
জনাব মোঃ নাজমুল আলম	পূর্ণকালীন	-	০৮/০৯/২০০৯	১৬/০৯/২০০৯
জনাব মোঃ জাফরুল হাসান	পূর্ণকালীন	-	১৬/০৯/২০০৯	৩০/০৬/২০১০

১৩। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ** পরিদর্শিত কয়েকটি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কয়েকটি ক্রয় চুক্তির নথি পর্যালোচনা করা হয় এবং তাতে বিদ্যমান ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজারগুলির সহিত সড়ক নেটওয়ার্কের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে নির্মিত ব্রীজসমূহের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করায় গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজারগুলির সাথে সড়ক নেটওয়ার্কের সংযোগ স্থাপন, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ :** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৬.১। **ডিপিপি বহিভূতভাবে নতুন ব্রীজ নির্মাণ ও অর্থ ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় নতুন ব্রীজ নির্মাণের সংস্থান না থাকলেও এ প্রকল্প থেকে বহির্ভূতভাবে নতুন ব্রীজ নির্মাণ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। যেমন- টাংগাইল-সুরুজ সড়কে লোহজং নদীর উপর দীর্ঘ ১৯৮.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (টাংগাইল জেলা)।

১৬.২। **ডিপিপি বহিভূতভাবে অন্য প্রকল্প থেকে স্থানান্তরিত স্কীম বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পের আওতায় অন্য প্রকল্প হতে স্থানান্তরিত স্কীম বাস্তবায়নের সংস্থান না থাকলেও এ প্রকল্প থেকে বহির্ভূতভাবে ''গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন- নাখরাজী ফেরীঘাট সড়কে বামৈই নদীর উপর ৭৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা)।

১৬.৩। **ডিপিপি বহিভূতভাবে অন্য জেলায় স্কীম বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পটিতে অসমাপ্ত ব্রীজের তালিকাসহ জেলা/উপজেলার নাম থাকা সত্ত্বেও বহির্ভূত জেলায় ''গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সমাপ্তঃ জুন/২০০৭) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে (রাজশাহী জেলা)।

১৬.৪। **প্রকল্পের অসমাপ্ত ব্রীজ চলমান প্রকল্পে স্থানান্তরঃ** সুন্দলপুর কাঁঠালবাড়িয়া ঘাটে জোহাখালী নদীর উপর ৪৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা)। ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজটির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, অসমাপ্ত এ ব্রীজটি চলমান ''উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ'' প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৪৯.৮৫ লক্ষ টাকার সংস্থার রাখা হয়েছে (ডিপিপি'র পৃষ্ঠা-১৮, ক্রমিক নং-৯৯)।

১৬.৫। **ডিপিপি বহির্ভূতভাবে ব্রীজের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণঃ** ডিপিপি বহির্ভূতভাবে পরিদর্শিত বেশ কয়েকটি জেলায় এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

১৬.৬। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** প্রকল্পটিতে ০৭/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত দুই অর্থবছরে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়েছে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং এরূপ অনিয়ম সম্ভব হয়েছে।

১৬.৭। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব (Time Over-run):** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ১০/০২/১৯৯৯ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারন করা হয় ৪ বছর (১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ২ বার প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন,২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ১১ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৭ বছর বেশী (১৪০%)। ৪ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ১৪০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

১৭। **সুপারিশঃ**

১৭.১। ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর তথ্যাদির সঠিক চিত্র আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করণপূর্বক সমস্যায় বর্ণিত ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশাসনিক পদক্ষেপসহ এরূপ অনিয়মের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫)।

১৭.২। সুষ্টুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৬)।

১৭.৩। আলোচ্য প্রকল্পে অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান কোন মতেই সমীচীন হয়নি। মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার (অনুচ্ছেদ ১৬.৭)।